NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ওয়াইড না দেওয়া নিয়ে লেগে গেল ভারত এবং বাংলাদেশের

ওয়ার্নার-মার্শ জুটিতে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় জয় অস্ট্রেলিয়ার ৭

কলকাতা ২১ অক্টোবর ২০২৩ ৩ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.10.2023, Vol.17, Issue No.132, 8 Pages, Price 3.00

আজ মহাসপ্তমী... শুরু মাতৃ আরাধনা

বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গা প্রতিমা (বামে)। শোভাবাজার রাজবাড়ির মাতৃপ্রতিমা (মাঝে)। উত্তর কলকাতার তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবের মাতৃ প্রতিমা। (ডাইনে)। সব ছবি তুলেছেন অদিতি সাহা।

চতুর্থীকে টপকালো পঞ্চমীর ভিড়

মেট্রোয় চাপলেন ৮ লক্ষ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোয় যাত্রীসংখ্যার নিরিখে চতুর্থীকেও ছাপিয়ে গেল পঞ্চমী। শুক্রবার কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, পঞ্চমীর দিন মেট্রোয় সওয়ার হয়েছেন আট লক্ষ যাত্রী। বুধবার চতুর্থীর দিন সংখ্যাটা ছিল সাড়ে সাত লক্ষ। ভিড়ের নিরিখে সব স্টেশনকে ছাপিয়ে গিয়েছে দমদম। বৃহস্পতিবার দমদম স্টেশনে যাত্রীসংখ্যা ছিল ৮০,৩৬২। ভিড়ের নিরিখে দমদমের পরই ঠাঁই করে নেয় এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন (৬৩,১৮৯)। তার পরে আছে যথাক্রমে কালীঘাট এবং শোভাবাজার-সুতানুটি।

শুক্রবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত)-এ মোট যাত্রীসংখ্যা ছিল ৭, ৯২,০৬০। বৃহস্পতিবার গোটা দিনে ২৮৮টি (১৪৪টি আপ এবং ১৪৪টি ডাউন) মেট্রো যাত্রীদের পরিষেবা দিয়েছে।

মেট্রো সূত্রে খবর, গত এক মাস ধরে মেট্রোয় যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুজোর আগে শহরে মেট্রোয় চেপেই কেনাকাটা করেছেন বেশির ভাগ মানুষ। সেই সঙ্গে ছিল নিত্যযাত্রীদের ভিড়। রবিবার, প্রতিপদ থেকে সেই ভিড় ক্রমে বেড়েছে। বুধবার খোলা ছিল স্কুল, কলেজ, অফিস। সে কারণে পুজোর ভিড়ের পাশাপাশি মেট্রোয় ছিল নিত্যযাত্রীদের ভিড়। পরিসংখ্যান বলছে, ১৮ অক্টোবর, চতুর্থীতে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন সাত লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬০ জন। গোটা দিনে ওই লাইনে মোট ২৮৮টি ট্রেন চলেছে।

মেট্রোর তরফে আগেই জানানো হয়েছে যে, সপ্তমী থেকে নবমী উত্তর-দক্ষিণ লাইনে সারা রাত চলবে মেট্রো। এই তিন দিন পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে ট্রেন চলবে রাত ১২টা পর্যন্ত। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপও করেছে মেট্রো রেল। দক্ষিণেশ্বর, দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার-সুতানুটি, মহাত্মা গান্ধি রোড, সেন্ট্রাল, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, কবি নজরুল, কবি সুভাষ, শিয়ালদহ এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল; এই স্টেশনগুলিতে ঠাকুর দেখতে আসা মানুষের ভিড় বেশি হবে ধরে নিয়েই আরও অধিক সংখ্যায় রেল সুরক্ষা কর্মী (আরপিএফ) মোতায়েন করা হচ্ছে। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় থাকছে পাঁচ সদস্যের কুইক রেসপন্স টিম এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছেন তিনি। অভিষেককে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ করেনি ওই বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের এই অস্বস্তি থেকে রেহাই পেতে আবার শীর্ষ আদালতে তৃণমূল নেতা। তবে তাঁর মামলাটি দায়ের হলেও শুনানির দিন এখনও ধার্য হয়নি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এর আগেও একাধিক বার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন অভিষেক। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রাথমিকের মূল দু'টি মামলা বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে সরিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। ওই মামলা থেকে রেহাই পেতেও তিনি সর্বোচ্চ আদালতে যান। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর মামলাটি হাইস্কার্টে ফেরত পাঠায়। পরে উচ্চ আদালতের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্তসাপেক্ষে অভিষেককে রক্ষাকবচ দেন।

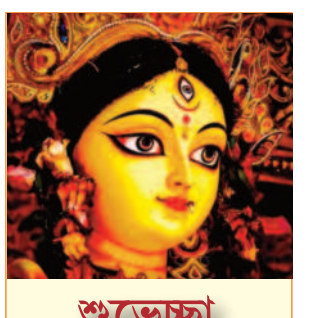

শুভেচ্ছা

দুর্গাপুজো উপলক্ষে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ছুটি

দুর্গাপুজো উপলক্ষে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত 'একদিন' পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। একদিন পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী ২৬ অক্টোবর।

গাজা সীমান্ত থেকে সেনাকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

জেরুজালেম, ২০ অক্টোবর: তেরো দিনে পা রেখেছে হামাস জঙ্গি গোষ্ঠী বনাম ইজরায়েলের রক্তক্ষয়ী লড়াই। গাজায় ঢুকে একের পর এক হামাসের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলের সেনা। খতম করা হচ্ছে জিহাদিদের। যুদ্ধ ঘোষণার পর প্যালেস্তাইনের এই সন্ত্রাসবাদী দলকে হুমকি দিয়ে আসছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এবার গাজা সীমান্তে দাঁড়িয়ে তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, 'জয়ের জন্য প্রস্তুত হও।'

গত সপ্তাহ থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দক্ষিণ গাজায় বাসিন্দাদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইহুদি দেশটি। গোটা পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন নেতানিয়াহু। ঘুরে দেখছেন সেনা ঘাঁটি। এই মুহূর্তে গাজা সীমান্তে মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। নির্দেশ দেন, 'জয়ের প্রস্তুতি শুরু করো। সর্বশক্তি দিয়ে জয়ী হবে ইজরায়েল।' এই মুহূর্তে গাজার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ।

উল্লেখ্য, বুধবার আকাশপথে গাজার হাসপাতালে হামলায় মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। হামলার অভিযোগ তোলা হয়েছে ইজরায়েলের দিকে। কিন্তু প্রমাণ দিয়ে সেই দাবি নস্যাৎ করে দেয় নেতানিয়াহুর প্রশাসন। এই বিষয়ে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। বুধবারই যুদ্ধ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তেল আভিভে পৌঁছেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গতকাল ইহুদিভূমে পা রেখেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনিও।

'নমো ভারত' ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

লখনউ, ২০ অক্টোবর: প্রথম সেমি-হাই স্পিড আঞ্চলিক ট্রেন পেল ভারত। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করলেন 'নমো ভারত' ট্রেনের। উত্তর প্রদেশের সাহিবাবাদ থেকে দুহাই ডিপো স্টেশন অবধি চলবে এই ট্রেন। প্রথম দিনেই এই ট্রেনে সফর করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সঙ্গে ছিল স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা।

দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মিরাট করিডর তৈরি করতে ৩০ হাজার কোটিরও বেশি খরচ হয়েছে। আগে যেখানে দিল্লি থেকে মিরাট যেতে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় লাগত, এবার এই রুটে পৌঁছতে এবার এক ঘণ্টারও কম সময় লাগবে। এই র‍্যাপিড ট্রেন একদিকে যেমন দ্রুতগতির, তেমনই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে বিশাল ওভারহেড স্টোরেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনে ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধার পাশাপাশি প্রত্যেকটি আসনে চার্জিং পোর্টও রয়েছে। বড় আসন, পা রাখার পর্যাপ্ত জায়গা, কোট হ্যাঙ্গারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া ট্রেনে সিসিটিভি ক্যামেরা, ইমার্জেন্সি ডোর ওপেনিং মেকানিজম ও ট্রেনের চালকের সঙ্গে কথা বলার জন্য বিশেষ বাটনও থাকবে।

এ দিন দিল্লি- গাজিয়াবাদ-মিরাট রুটে রিজিওয়াল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম করিডরের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আপাতত উত্তরপ্রদেশের সাহিবাবাদ থেকে দুহাই অবধি ট্রেনটি চলবে। আগামী ২১ অক্টোবর যাত্রীদের জন্য ১৭ কিলোমিটার রুটের এই করিডর চালু হবে। এটাই ভারতের প্রথম আঞ্চলিক র‍্যাপিড ট্রেন।

ষষ্ঠীতে কামদুনিতে বিক্ষোভ প্রতিবাদীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুবিচারের আশায় কামদুনির প্রতিবাদীরা। তাঁদের বক্তব্য, মহাষষ্ঠীতে মায়ের বোধন। কিন্তু এ রাজ্যের নারীরা নির্যাতিত। পাচ্ছেন না সুবিচার। আবারও প্রতিবাদে পথে কামদুনি। ষষ্ঠীর সকালে কামদুনি মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবাদীরা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে আগামী দিনে প্রতিবাদ চলবে বলেও জানিয়েছেন প্রতিবাদীরা।

শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্ট কামদুনি মামলায় নির্দেশ দেয়, আপাতত হাইকোর্টের রায়ে কোনও স্থগিতাদেশ নয়। তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য একাধিক শর্ত সুপ্রিম কোর্টের। রাজারহাট থানার অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না অভিযুক্তরা। থানা এলাকার বাইরে যেতে গেলে ওসি-র অনুমতি নিতে হবে। প্রতি মাসে প্রথম ও তৃতীয় সোমবার থানায় হাজিরা দিতে হবে তাদের।

এর আগে হাইকোর্ট এক জনের শাস্তি মকুব করেছিল। কী পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনকে যাবজ্জীবনের সাজা থেকেও মুক্তি দিয়েছিল। যেহেতু তাদের ১০ বছর জেল খাটা হয়ে গিয়েছিল। এই যুক্তিতে মুক্তি পেয়েছিল কামদুনির নৃশংস ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ওই তিন অভিযুক্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রতিবাদী টুম্পা কয়াল বলেন, 'আমরা হাইকোর্টের কাছে যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্বস্তি পেলাম।' তবে আন্দোলন জারি থাকবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিসে জন্য পড়ুয়াদের প্রস্তুত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার জন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করছে রাজ্য সরকার। শহরের পাশাপাশি জেলাস্তরে থাকা সিভিল স্টাডি সেন্টারগুলির পরিকাঠামো আরও ভালো করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী শুক্রবার নবান্ন থেকে সব জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, কমিশনার, অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের চেয়ারম্যান সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ। সেন্টারগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। সেন্টারগুলিতে পড়ুয়াদের এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে মক টেস্ট, মেন্টারিং বিষয় ক্লাস নেওয়া হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। সব জেলা কেন্দ্রে আগামী পয়লা ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী ক্লাস শুরু হবে। এই জন্য আগামী ১১ নভেম্বর স্ক্রিনিং টেস্ট করা হবে।

একই পরিবারের তিনজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল মহাষষ্ঠীতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল আসানসোলের কুলটি থানার বরাকরের নালিপাড়া এলাকায়। বাড়িতে ঘরের ভেতর থেকে গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল বাবা, মা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ। শুক্রবার বিকেলের এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কুলটি থানার পুলিশ তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। শনিবার সকালে তিনটি মৃতদেহর ময়নাতদন্ত করা হবে।

প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, আর্থিক সংকটের কারণে দুর্গাপুজোর মহাষষ্ঠীর দিন বাবা ও মা এবং ছেলে একসঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ মৃতদের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক কী কারণে তাঁরা এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জানার চেষ্টা করছে। মৃত তিনজনের নাম হল সুদীপ্ত রায় (৬৬), শ্বেতা রায় (৫৩) ও অগ্নিশংকর রায় (২৯)।

কুলটি থানার পুলিশ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, রায় বাড়ি থেকে পুলিশ আলাদা আলাদা তিনটি সুইসাইড নোট বা চিঠি উদ্ধার করেছে। তবে সেগুলোতে ঠিক কী লেখা আছে তা নিয়ে পুলিশের তরফে জানায়নি। তবে অন্য একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, তিনজন তাঁদের এই মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেননি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা রায় পরিবারের প্রতিবেশীরা জানান, শুক্রবার সকালেও বাবা সুদীপ্ত রায়, মা শ্বেতা রায় ও তাঁদের ছেলে অগ্নিশংকর রায়কে এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। আর বিকেল পাঁচটার সময় তাঁদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁদের অনুমান, দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, রায় দম্পতির ছেলে অগ্নিশংকর রায় বাড়িতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশন পড়াতেন। তিনি বরাকরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে বেশ কিছু টাকা ঋণ নিয়ে কোনও ব্যবসায় নামেন। তারপর তাঁর মাও কিছু টাকা অন্য একটি ব্যাংক থেকে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ব্যবসা বাড়ানো তো দূরের কথা, রায় পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়ে গিয়েছিল। বরাকরের ওই দুই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের ঋণের টাকা তাঁরা শোধ করতে পারছিলেন না। এরজন্য ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁরা কথাও বলেছিলেন। আস্তে আস্তে এই পরিবারের ওপর সংকট নেমে আসে। সেই কারণেই তিনজন পরিকল্পনা করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের কিছু জিনিস কাপড়ে করে বেঁধে আলমারি থেকে বাইরে রেখেছিলেন।

আরব সাগরে ঘনীভূত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় 'তেজ'

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: 'বিপর্যয়'-এর পর এ বার 'তেজ'। আরব সাগরে ঘনীভূত হচ্ছে আরও একটি ঘূর্ণিঝড়। মৌসম ভবন জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম আরবসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সেই নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। যদি সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় তা হলে সেটির নাম হবে 'তেজ'।

মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি রবিবারের মধ্যে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে এবং সেটি ওমানের দক্ষিণ উপকূলের দিকে এবং তার পর ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হবে। তবে আবহবিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন, এই ঝড় সম্ভাব্য পথ ধরে এগোতে এগোতে তা পরিবর্তন করতে পারে এবং আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এর ক্ষেত্রে।

এ বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হতে চলেছে আরব সাগরে। গত জুনে আরব সাগরে সৃষ্টি হয়েছিল 'বিপর্যয়'। সেটি উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিতে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু তার পরই পথ পরিবর্তন করে গুজরাতের দিকে ধেয়ে যায়। সেই রাজ্যের মাণ্ডবীতে এবং পাকিস্তানের করাচিতে আছড়ে পড়েছিল 'বিপর্যয়'। তবে আরব সাগরে সৃষ্ট এই নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর কোথায় আছড়ে পড়তে পারে, সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

ঋণ মকুব করতে গিয়ে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা খয়রাতি কেন্দ্রের!

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঋণ মকুব করতে গিয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে! তবে রাতারাতি ব্যয় নয়। মোদি সরকারের দুই জমানায় এখনও পর্যন্ত ঋণ মকুব করেই তারা সরকারি খাতের ২৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে খবর। তথ্যের অধিকার আইনে দায়ের করা মামলায় এই তথ্য দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক।

সুরাতের সমাজকর্মী সঞ্জয় এওয়াজা একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি জানতে চান, ঋণ মকুব করে কত টাকার রাজস্ব ক্ষতি করেছে কেন্দ্র? সেখানেই উঠে এসেছে এই বিস্ফোরক তথ্য। ২০১৪ সালে প্রথম মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০২২-২৩ সাল পর্যন্ত ৯টি অর্থবর্ষে এই ব্যয় করেছে তারা। প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির কার্যকালের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ মকুব হয়েছে ১০.৪১ লক্ষ কোটি টাকা।

আর এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরই প্রশ্ন উঠেছে, বাংলার প্রাপ্য বকেয়া না মিটিয়ে এই 'খয়রাতি' কেন? ১০০ দিনের কাজ, কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা-সহ একাধিক যৌথ প্রকল্পের টাকা আটকে রয়েছে। সেই দাবিতে ১০০ দিনের শ্রমিক, কর্মচারীদের নিয়ে দিল্লিতে দরবার করেছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের সামনেও ধরনায় বসেছিলেন। এ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোর জারি রয়েছে এখনও। তারই মধ্যে আরটিআই-এর তথ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খয়রাতির পরিসংখ্যান রীতিমতো প্রশ্ন তুলে দিল।

পুরীর নীলাচল আশ্রমে শারদীয়া দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: নামাবতার শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের প্রতিষ্ঠিত এবং সাধনক্ষেত্র নীলাচল আশ্রমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে শারদীয়া দুর্গপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো এবং জগধাত্রী পুজো। সঙ্গে অখণ্ড নাম চলবে। প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা এবং পুজোর ক'দিন বসবে কীর্তনের আসর। বিজয়া দশমীর দিনে জগন্নাথ মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ নীলাচল আশ্রমে পাঠানো হয় ভক্তদের বিতরণের জন্য। অনুষ্ঠান পরিচালনায় থাকে নামানন্দ বেণু মহারাজ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে অক্টোবর, ৩রা কার্তিক। দুর্গাসপ্তমী তিথি, শনিবার । জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : আজ দিনটি অতীব শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর , জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাসপ্তমী র নবপত্রিকা প্রবেশ স্থাপনা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সমাজে অশুভ শক্তির বিনাশ হোক, প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহাষষ্ঠীর দিন জগদ্দল, ব্যারাকপুর, টিটাগড় সহ নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের একাধিক পুজোর তিনি উদ্বোধন সাংসদ অর্জুন সিং। পুজোর উদ্বোধনে এসে সাংসদ অর্জুন সিং জানান, মায়ের কাছে তাঁর প্রার্থনা সমাজ থেকে অশুভ শক্তির বিনাশ হোক। আর মায়ের আশীর্বাদে সকলের জীবনে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি। সাংসদের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলার এই শ্রেষ্ঠ উৎসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবার মহালয়ার পরদিন থেকেই দুর্গাপুজো ঘিরে আনন্দে মতোয়ারা বঙ্গবাসী।

মহাষষ্ঠীর সন্ধেয় শুক্রবার জগদ্দলের গোলঘর পার্ক দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এখানকার পুজো এবারে ৫৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। পেখম মেলে থাকা ময়ূরের আদলে এখানে মণ্ডপ সাজানো হয়েছে। এদিন ব্যারাকপুর শিউলির রিয়া গীতাঞ্জলি আবাসনের চতুর্থ বর্ষের পুজোর উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের জনপ্রিয় সাংসদ।

পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

মাদ্রিদ, ২০ অক্টোবর: গত অগস্টেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। এবার ফের যৌনগন্ধী মন্তব্যের অভিযোগে জেরবার হলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির পুরুষ সঙ্গী আন্দ্রে গিয়ামব্রুনো। আর তার পরই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেন জর্জিয়া।

টিভি সাংবাদিক আন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মহিলা সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় কুরুচিকর ভাষা ব্যবহারের। তিনি নাকি অফিসের এক মহিলাকে বলেন, 'কেন তোমার সঙ্গে আমার আগে দেখা হল না?' এখানেই শেষ নয়। এর পাশাপাশি তাঁকে মহিলা সহকর্মীদের গ্রুপ সেক্সের প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছে।

মেলোনিকে এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডলে লিখতে দেখা গিয়েছে 'আন্দ্রেয়া গিয়ামব্রুনোর সঙ্গে আমার প্রায় দশ বছরের সম্পর্ক এখানেই শেষ হল। আমাদের পথ কিছু দিন ধরেই আলাদা হয়ে গিয়েছে। এখন এই বিষয়টি স্বীকার করার সময় এসেছে। যদিও আমরা একসঙ্গে সুন্দর কয়েকটা বছর কাটিয়েছি। এর বেশি কিছু বলতে চাই না।'

প্রসঙ্গত, গত অগস্টে আন্দ্রেকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'আপনারা যদি নাচতে যান তাহলে আপনারা মদ খাবেনই' কিন্তু আপনাদের উচিত হবে বেশি মদ না খাওয়া। এবং চৈতন্য না হারানো। বলতে গেলে, আপনাদের উচিত ঝামেলা থেকে দূরে থাকা। তাহলেই কিন্তু নেকড়েগুলোর মুখোমুখি হতে হবে!' এমন মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। এবার ফের তাঁর মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক ঘনাতেই সম্পর্কে ইতি টানার কথা জানালেন মেলোনিয়া।

চোলাইয়ের ব্যবসা বন্ধের দাবিতে থানায় আদিবাসী গ্রামের মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পুলিশের নজর এড়িয়ে গ্রামে রমরমিয়ে চোলাই মদের ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, কাজকর্ম ছেড়ে সারা দিন মদের নেশায় বিভোর গ্রামের পুরুষরা বাড়ি ঢুকেই অশান্তি করছেন। নিত্য দিনের এই অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে কাঁকসার রাংড়ি আদিবাসী গ্রামের মহিলারা শুক্রবার দুপুরে কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হন।

তাঁদের অভিযোগ, গ্রামে বেশ কয়েকটি বাড়িতে চোলাই মদ ও দেশি মদ বিক্রি হচ্ছে বেআইনি ভাবে। মদের নেশায় গ্রামের পুরুষরা বাড়িতে অশান্তি করছেন। নেশা করার টাকা না পেলে ঘরের জিনিসপত্র সবই বিক্রি করে দিচ্ছেন, বাধা দিতে গেলে বাড়ির মহিলাদের মারধর শুরু করে দিচ্ছেন। তাই তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন যাতে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে গ্রামে মদ বিক্রি বন্ধ করে। কাঁকসা থানার পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

মুমূর্ষু ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি পুরপিতা দেবব্রত পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: পুরপিতার মানবিক উদ্যোগ। দীর্ঘদিন অনাহারে থাকা মুমূর্ষু তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেন বারাসাত ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাঁদের খাবারের দায়িত্বও নিলেন তিনি। পুরপিতার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বারাসাতের পুরবাসী।

জানা গিয়েছে, মহাষষ্ঠীর দিন দুপুরে হঠাৎই একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে। জানানো হয় তাঁর ১০ নম্বর ওয়ার্ড ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে একটি আবাসন থেকে রিনা রায়, শশধর রায় এবং কাজরি রায় জীর্ণ ও রোগগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছেন বিগত তিন মাস ধরে। তাঁরা অসহায়। আর্থিক অনটনের জন্য ও

দেখভালের কেউ না থাকায় মুড়ি এবং জল খেয়ে কোনওমতে বেঁচে আছেন। দেবব্রতবাবু তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তিন মুমূর্ষু মানুষকে বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁরা তিনজনই এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দেবব্রত পাল বলেন, 'খুব দুঃখ জনক ঘটনা। আমি খবর পাওয়া মাত্রই নিজে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করি। বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জিও তাঁদের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাঁদের দেখানো পথেই আমরা কাজ করি। মানুষের দুর্দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই মানুষ হিসেবে আমাদের কাজ। আমি সেই কাজই করেছি মাত্র। ৩ জনের অবস্থা খুবই খারাপ, তাই তাঁদের সঙ্গে কথা বলা তেমন ভাবে সম্ভব হয়নি। সুস্থ হলে বিস্তারিত জেনে ব্যবস্থা নেব এবং ভবিষ্যতে তাঁদের খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা করব।'

সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

ফুরফুরা শরিফে হযরত বড় হুজুর ও তাঁর স্ত্রীর স্মরণে ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পীর হযরত আনসার সিদ্দিকি ও পীর হযরত আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকির উদ্দেশ্যে দোয়ার মাহফিলে বক্তব্য রাখেন পীরজাদা মাওলানা আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকি। উপস্থিত ছিলেন পীর মতিউল্লাহ সিদ্দিকি, পীর আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকি, পীরজাদা তহা সিদ্দিকি, পীরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ও পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকি এবং পীরজাদা জুনায়েদ সিদ্দিকি প্রমুখ।

উত্তরপাড়ার মাখলা মানিকতলা নবমিলন ক্লাবের ৭৫ বছরের দুর্গা প্রতিমা। ছবি: বনস্পতি দে

উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র সরণী সর্বজনীন দুর্গোৎসব।

বাটানগরের মনোছন্দা নিবাসে আয়োজিত দুর্গাপুজো।

উত্তরপাড়ার ওল্ড জিটি রোডের চক্রবর্তী বাড়ির পুজো।

হেরোইন তৈরির কারখানার হদিশ এসটিএফের, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: হেরোইন তৈরির কারখানার হদিশ পেল এসটিএফ। গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ চারজন। বেআইনি ভাবে হেরোইন তৈরির কারখানা খুলে হেরোইন তৈরির অভিযোগে মহিলা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গাইঘাটার বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দা কাকলি রায়ের বাড়িতে এসটিএফ কর্তারা অভিযান চালায়। দিনভর তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে প্রচুর হেরোইন তৈরির কাঁচামাল ও সরঞ্জাম উদ্ধার করে তারা। কারবারিদের আটক করে গাইঘাটা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় এসটিএফের পক্ষ থেকে। ধৃতদের নাম কাকলি রায়, ডলি সরকার, তপন মণ্ডল, অভিজিৎ বিশ্বাস। শুক্রবার ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে কোথা থেকে এরা কাঁচামাল সরঞ্জাম নিয়ে আসত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের সঙ্গে যোগ আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ৭৮.১১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে কাকলির বাড়ি থেকে। এছাড়াও ১০.৫০ গ্রাম বাদামি রঙের পদার্থ উদ্ধার হয়েছে। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাঁরা জানতেন কাকলি জামাকাপড়ের ব্যবসা করেন। বাড়ির ভেতরে বেআইনি কারখানা গড়ে উঠেছিল তা তাঁরা বুঝতেই পারেননি বলে দাবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ অক্টোবর ২০২৩ ৩ কার্তিক ১৪৩০ শনিবার

মহাষষ্ঠীতে শহরের পুজো প্যান্ডেলগুলোতে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়...

দেশপ্রিয় পার্কের দুর্গা প্রতিমা (বামে)। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ষষ্ঠীতে পুজো দেখতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান (মাঝে)। একডালিয়া এভারগ্রিনের মাতৃপ্রতিমা দেখতে মানুষের ঢল (ডাইনে)। -সবকটি ছবি তুলেছেন অদিতি সাহা

বাংলার সেরার সেরা পুজোকে এবার পুরস্কার দেবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন : পঞ্চমীর বিকেলেই রাজ্য সরকারের তরফে 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' প্রাপকদের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার বাছাই করে সেরা পুজোগুলিকে এই পুরস্কার দিচ্ছে রাজ্য। আর এবার রাজভবন থেকেও সেরার সেরা দুর্গাপুজোকে বেছে নেওয়া হবে। বাংলার সেরা দুর্গাপুজো মণ্ডপকে 'বাঙালিআনা' পুরস্কার দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পুরস্কারমূল্য হিসেবে ৫ লাখ টাকা তুলে দেওয়া হবে ওই পুজো কমিটিকে। আগামী বিজয়া দশমীর দিন সেরা পুজো মণ্ডপকে এই বাঙালিআনা পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজভবন থেকে জানানো হয়েছে, এই পুরস্কারের জন্য কোনও সরকারি অর্থ ব্যয় করা হবে না।

রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই পুজোয় সামিল হয়ে গিয়েছেন। সস্ত্রীক ঘুরে দেখছেন ঠাকুর। দু'দিন আগে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের ডিজনিল্যান্ড দেখ তে গিয়েছিলেন। ষষ্ঠীতে পৌঁছে গিয়েছিলেন সল্টলেকে করুণাময়ীর এক পুজোয়। রাজভবন থেকে একটি বিচারমণ্ডলী তৈরি করা হচ্ছে এই

বাঙালিয়ানা পুরস্কারের জন্য। সেই বিচারকমণ্ডলীই গোটা বাংলার থেকে সেরা পুজো কমিটিকে বেছে এই পুরস্কারের জন্য। বিজয়া দশমীতে রাজভবন থেকে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে ওই পুজো কমিটিকে। ইতিমধ্যেই পুজো উদ্যোক্তাদের ইমেল মারফত মনোনয়নের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে রাজভবন থেকে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয়েছিল রাজ্য সরকারের এই শারদ সম্মান। এই বছর বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে মোট ১০৪টি দুর্গাপুজো কমিটিকে 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান' দেওয়া হয়েছে। শহর ও শহরতলির বাছাই করা পুজো কমিটিগুলিকে এই স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

আর এবার রাজভবন থেকেও পুরস্কৃত করা হবে বাংলার সেরার সেরা পুজোকে। বাংলার সেরা পুজো মণ্ডপকে দশমীর দিন বাঙালিয়ানা পুরস্কার দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

হেমন্তের হিমেল পরশ ষষ্ঠীতেই

পুজোর আবহাওয়ার খারাপ খবর শোনাল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন : শুকনো হাওয়ায় কমল তাপমাত্রা। কলকাতার পারদ নামল ২৪ ডিগ্রিতে। বাংলাজুড়ে হেমন্তের ছোঁয়া। তবে এরইমধ্যে নিম্নচাপেরও চোখ রাঙানি রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। নবমীর দিন গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

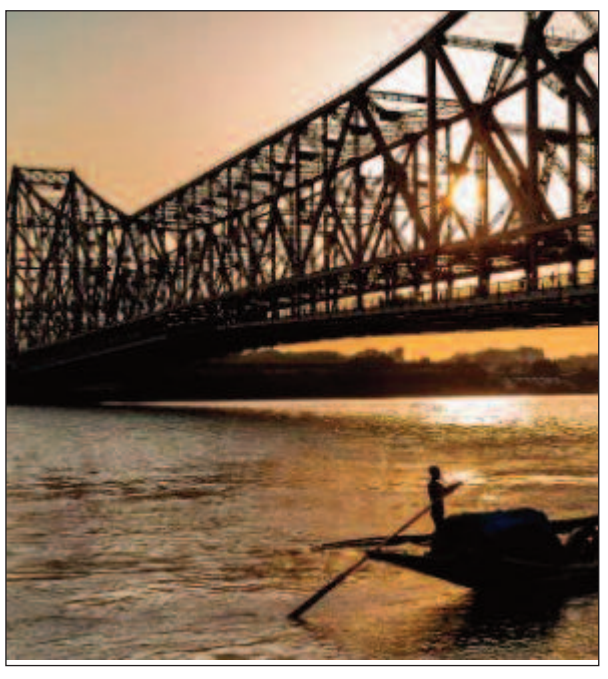

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব বাংলায় পড়ার আশঙ্কা নেই। তবে নিম্নচাপের পরোক্ষ পড়বে দক্ষিণবঙ্গে। নবমীতে কলকাতা-সহ ৬ জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। দশমীতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। দশমীতে কলকাতা-সহ ৬ জেলায় হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আবহবিদরা বলছেন, নিম্নচাপের সে অর্থে প্রভাব পড়তে পড়তে পুজো মিটেও যেতে পারে।

পুজোয় যাত্রাপথ বদল করা হবে কিছু চক্ররেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো এবং কালীপুজোর বিসর্জন উপলক্ষে দশ দিন এক ঘণ্টার জন্য চক্ররেল পরিষেবা ব্যাহত হবে। দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য অক্টোবর মাসের ২৪, ২৫, ২৬ এবং ২৭ তারিখ বিকেল ৪টে থেকে ৫টা বেশ কিছু চক্ররেলের যাত্রাপথ বদল এবং সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। লক্ষ্মীপ্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য অক্টোবর মাসের ২৯ এবং ৩০, কালীপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য নভেম্বর মাসের ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ তারিখ ওই একই সময়ের জন্য বেশ কিছু চক্ররেলের যাত্রাপথ বদল এবং সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে।ওই দিনগুলিতে দু'জোড়া চক্ররেল নির্ধারিত গন্তব্যের বদলে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত ছাড়বে। আবার দু'জোড়া চক্ররেল কেবল ওই দিনগুলির জন্যই কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। দু'জোড়া চক্ররেল ছাড়বে শিয়ালদহ (উত্তর) স্টেশন থেকে। এক জোড়া চক্ররেল বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ছাড়বে। এক জোড়া চক্ররেলের যাত্রাপথ বদলে সেগুলিকে কাঁকুড়গাছি রোড-বালিগঞ্জ রুট ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। চক্ররেলের লাইনের একাংশ গঙ্গা তীরবর্তী এলাকা দিয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার কারণেই বিসর্জনের সময় প্রতি বছরই বেশ কিছু সময়ের জন্য ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

উত্তর কলকাতা সংহতি স্পোর্টিংক্লাব।

মহামারি থেকে মুক্তির বার্তা টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২০ আর ২০২১ এই দুটো বছর ভুলতে চান সবাই-ই। কোভিড মহামারি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আনে এক ছন্দপতন। এক পলকে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব কিছুই। সেই পুরনো ছন্দে ফিরতে কেটে গিয়েছে দু-দু'টি বছর। কোভিড মহামারির রেশ পড়েছিল এই দুটো বছরের দুর্গাপুজোতেও। তবে ছবি অনেকটাই বদলায় ২০২২-এ। সেবার পুজো স্বাভাবিক ছন্দে হলেও কোথাও যেন ছিল এক বাড়তি সতর্কতা। কারণ, পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে আমজনতার একটা বিরাট অংশ কখনও চাননি আবার লকডাউনের সেই ভয়াবহ দিনগুলো ফের ফিরে আসুক। এরপর ধীরে ধীরে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে জনজীবন। এখন বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়, অবশেষে মানুষের কাছে হার মেনেছে কোভিড মহামারি। এরফলে ২০২৩-এ পুজোয় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকটাই বেশি।

কোভিডের এই আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার এই ঘটনাকেই থিম হিসেবে তুলে ধরেছে টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন। থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'মুক্ত বিহঙ্গ'। যার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও একটি বাক্যবন্ধ, 'ধানের ক্ষেতে পাখির গানে, মায়ের আগমন প্রাণে প্রাণে।'

থিম শিল্পী দেবাশিস হালদারের চোখে কোভিড মহামারির সময়ে মানুষ হয়ে পড়ে ঘরবন্দি। যা তুলনা করা যেতে পারে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ পাখির সঙ্গেই। ২০২৩-এ সেই পাখি মুক্তি পেয়েছে তার শৃঙ্খল থেকে। এ যেন ফের নতুন এক জীবন পাওয়া। শুধু তাই নয়, 'মুক্ত বিহঙ্গ' এই থিমে আরও একটা ব্যাপার ধরা পড়ে। পুজোর এই চারদিনে বঙ্গবাসী যেন প্রতিদিনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণ ভরে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা পান। মানুষের এই মুক্তির আস্বাদ তুলনা করা যেতে পারে শরতের মেঘমুক্ত আকাশে সবুজ ধানক্ষেতে পাখি দের কলকাকলিকে। শিল্পী দেবাশিস তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে থিমে এনেছেন ধানক্ষেতের উপস্থিতি। প্যান্ডেল তৈরির অনেক আগে থেকেই ধানের বীজ রোপন করে বানানো হয়েছে শস্য শ্যামল ধানের ক্ষেত। যার দেখা মিলবে প্যান্ডেলের উপরিভাগে। আর মণ্ডপের ভিতরে রয়েছে বহু পাখির প্রতিকৃতি। একেবারে গ্রাম বাংলার এক আবহ। থিমের সঙ্গে মানানসই এই প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল সরকার ডেকরেটরের হাতে। এদিকে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বানানো হয়েছে মা দুর্গার সাবেকি এক মূর্তি। মূর্তির রূপদান করেছেন রাহুল সেনাপতি। এদিকে থিমকে আরও বাস্তব রূপ দিতে মানানসই আলোকসজ্জায় মণ্ডপ আর তার চারপাশ সাজাচ্ছে দুর্গা ইলেকট্রিক। এই সবের মেলবন্ধনে গোটা একটা গ্রামের পরিবেশই যেন ধরা পড়ছে টালা ফ্রেন্ডসের পুজোয়।

তবে এবারের টালা ফ্রেন্ডসের এই পুজো সম্পর্কে একটু না বললেই নয়।

কার্গিলে শহিদ ক্যাপ্টেন কণাদ ভট্টাচার্যের নামটা হয়তো এখনও মনে রেখেছেন বহু বাঙালি। এই পুজোর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে এই শহিদ ক্যাপ্টেনের নামও। আজ থেকে বছর ১৬ আগে টালা পল্লি সাধারণ দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে 'বিকেলে ভোরের ফুল' নামে আলাদা একটি সংগঠন তৈরি করেন এলাকার কিছু বাসিন্দাই। এরপর উদ্যোগে 'বিকেলে ভোরের ফুল'। এই সংগঠনটির উদ্যোগেই শুরু হয় মা দুর্গার আরাধনা। আর এই সংগঠনের মাথা ছিলেন কণাদের মামা বিমান বিহারী চক্রবর্তী। জনান্তিকে বলে রাখি, কণাদ বড় হয়েছিলেন তাঁর মামার বাড়িতেই। ফলে এই পুজোর সঙ্গে কোথাও একটা জড়িয়ে গিয়েছে তাঁর নামও। তবে বিকেলে ভোরের ফুলের এই মাতৃ আরাধনা কিন্তু মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তা কিন্তু নয়। প্রথমেই যে সমস্যা সবথেকে বেশি মাথাচাড়া দেয়, তা হল পুজো করার জায়গা নিয়ে। মনমতো জায়গা না মেলায় বিমান বিহারী চক্রবর্তীর বাড়িতেই শুরু হয় বিকেলে ভোরের ফুলের এই দেবী দুর্গার আরাধনা। পরে পুজোর জাঁকজমক বাড়ার সঙ্গে পুজোর স্থান বদল করে তা নিয়ে আসা হয় বিমানবাবুর বাড়ির সামনেই টালা ব্রিজ লাগোয়া একটি ফাঁকা জায়গায়। সেখানেই গত কয়েক বছর ধরে চলে এই মাতৃ আরাধনা।

এরপর ২০২৩-এ এল আরও এক বড় মোড়। পুজোর ভার তুলে দেওয়া হয় টালা ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের হাতে। কারণ, বিকেলে ভোরের ফুলের সদস্যরা বয়সের ভারে একটু হলেও ন্যুব্জ। সেই কারণে দেবী দুর্গার আরাধনার মতো বিরাট দায়িত্ব আর তারা নিতে চাইছিলেনও না। ফলে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করল এই পুজো। পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম অণুজিৎ কুমার নান জানান, নাম বদলালেও পুজোর প্রকৃতি বদলাচ্ছে না একেবারেই। ঠিক যেমনটি গত ১৫ বছর ধরে একেবারে পারিবারিক পুজোর আবহে চলে এসেছে ঠিক তেমনই আবহ থাকবে এবারের পুজোতেও। প্রতিদিন পুজো মণ্ডপে থাকছে এলাকার সবার জন্যই খ াওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। আর দশমীর দিন এলাহি ব্যবস্থা থাকেই। ফলে বাইরে থেকে সর্বজনীনের মতো দেখতে হলেও পুজোতে থাকে নিজের বাড়ির ছোঁয়া। সর্বজনীনে বাড়ির ছোঁয়া পেতে একবার যেতেই হবে টালা ফ্রেন্ডসের পুজোতে।

সম্পাদকীয়

৫ রাজ্যের ভোটে বিজেপির ইস্তাহার সাক্ষাৎ কল্পতরু

সরকার বাধ্য হয়েছে আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের আইন তৈরি করতে। বহু দশকের লড়াই শেষে ভারতের নারী জিতেও জিততে পারলেন কই? আইন যে এখন কার্যকরই হবে না, সব ঠিকঠাক চললেও এই আইনের চোখ ফুটবে সেই ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনে! স্বভাবতই ভারতীয় নারীর ক্ষোভের আঁচ পেয়েই শঙ্কিত মোদি সরকার। এমনিতেই এনডিএ একটি সোনার পাথরবাটিতে রূপান্তরিত। সঙ্গদোষের ভয়ে বড় শরিক দলগুলি দূরে চলে যাওয়ার পর আজ এনডিএ এবং বিজেপি সমার্থক মাত্র। হাঁড়ির হাল হয়েছে বিজেপি দলটিরও। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রেজিমেন্টেড পার্টির যে চেহারা বেআব্রু হচ্ছে তা কঙ্কালসারই। বিধানসভা নির্বাচন সাঙ্গ হলেই লোকসভা ভোটের জন্যই ঝাঁপাবে সব দল। বিরোধীদের 'দুর্বলতা' নিয়ে যতই তির্যক মন্তব্য ছুড়ে দিন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা থেকে সুকান্ত মজুমদার;গেরুয়া শিবিরে ইতিমধ্যেই কাঁপুনি ধরাতে সক্ষম হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। বিরোধী জোটের বেশিরভাগ দলের অত রাখ ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নেই;তারা জনমোহিনী রাজনীতিকেই হাতিয়ার করেছে আগেই। এই প্রশ্নে সবার আগে সব দলকে দশ গোল দিয়ে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের কাণ্ডারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সাফ কথা, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের জন্যই তাঁর রাজনীতি। তাই মানুষকে ভালো রাখার জন্য যা যা উচিত বলে তিনি মনে করেন, সেগুলিই করেন। এই প্রশ্নে তাঁর অগ্রাধিকার গরিব ও নারী। এজন্য সরকার গড়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর সরকার চালু করে স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের জন্য কন্যশ্রী প্রকল্প। পরে যোগ হয়েছে রূপশ্রী, সবুজসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সবলা, অঙ্গনওয়াড়ি, বিধবাভাতা ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মমতার সরকারের 'ইনক্লুসিভ' নীতি কৃষক, অসংগঠিত শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, খেতমজুর, আদিবাসী, তফসিলি জাতি, সংখ্যালঘু শ্রেণি প্রভৃতি সকলের জন্যই অবারিত দ্বার হয়ে উঠেছে। প্রশাসনিক কাজকর্মের ফাঁকগুলি পূরণ হচ্ছে 'দুয়ারে সরকার'-এর মতো অভূতপূর্ব এক পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচির সফল রূপায়ণের ভিতর দিয়ে। সবার জন্য সরকার পরিচালনায় মমতা বন্দ্যোপাধায়ের এই অনবদ্য 'কন্ট্রিবিউশন' আন্তর্জাতিক মহলেও বারবার প্রশংসিত হয়েছে। তাহলে নাকানি-চোবানি খেয়ে চলা নেতারা এসব উপেক্ষা করেন কী করে? একে একে অনেক রাজ্যই বাংলার একাধিক জনপ্রিয় প্রকল্প (সামান্য প্রসাধন-যোগে) অনুকরণ করেছে। এমনকী মোদি সরকারও কৌশলে তা আত্মসাৎ করতে ছাড়েনি। তবু 'রেওড়ি কালচার'-এর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী বারবার। তাঁর দাবি, এতে অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। অথচ মোদির পার্টিরই মুখ্যন্ত্রী মধ্যপ্রদেশে চালু করেছেন মাসে হাজার টাকার 'লাডলি বহেন' প্রকল্প। বোনেদের জন্য শিবরাজ সিং চৌহানের দরদও যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' টোকা! যোগীরাজ্য দেদার টুকেছে মমতার মা ক্যান্টিন, সবুজ সাথী, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি কার্যকরী প্রকল্প। পাঁচ রাজ্যের ভোটেও বিজেপির ইস্তাহার সাক্ষাৎ কল্পতরু। বাকি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। মহিলাদের মন জয়ের আশায় তিনি ইতিমধ্যেই গ্যাসের দাম কমিয়েছেন দু'বার। সর্বশেষ খবর, মহিলাদের আয়করের বোঝা হালকা করে দিতে উদ্যোগী কেন্দ্র। রেওড়ি কালচারে ডুব দিয়ে একে একে ঘোষণা হতে পারে আরও কিছু জনমোহিনী 'উপহার'। ভোট সত্যিই বালাই, তার পায়ে কত অহঙ্কার যে চুরমার হয়ে যায় বীরের!

শাশ্বত কথা

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় -বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে--পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী--এ-সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখছ না, ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ- শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়,সে গরু হুড় হুড়করে দুধ দেয়।-

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

সুরজিত সিং বারনালা

১৯২৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুরজিৎ সিং বারনালার জন্মদিন।
১৯৩১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাম্মী কাপুরের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুলভূষণ খারবান্দার জন্মদিন।

শারোৎসবের বিনোদিনী পাঠ বড়ই আন্তরিক, বছরভর প্রতীক্ষা তার জেগে থাকে মনে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

'পুজো'র সঙ্গেই বাঙালির বেড়ে ওঠা। সেখানে হরেক পুজো, হরেক আয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বণের ঘটা তার লেগেই আছে। শুধু তাই নয়, পুজোকে উৎসবে সামিল না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। পুজোর কথা শুনলেই মন আনচান করে উঠত। অবশ্য তখন ও পূজা পুজো হয়ে ওঠেনি। আর পুজো মানেই দুর্গাপুজো ছিল না। কী করে পার্বতীকে সমতলবাসী ভেতো বাঙালি একান্ত আপন করে নিল, তা ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। অবশ্য ঘরমুখো বাঙালির মধ্যে আগমনী আর বিজয়ার ছকটি বড় চেনা। সেখানে দেবী দুর্গার মায়ের আসন ক্রমশ পাকা হয়ে উঠেছে। সেই সপরিবারে আগমন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পুজোলাভের আয়োজন সবই মানিয়ে নেওয়ার সহজতায় তার আবেদন ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করেছে। অবশ্য তার মধ্যে দুর্গাপুজোর রেশ মেলাতে না-মেলাতে শ্যামা কালীর দীপাবলির আলো জ্বলে ওঠে। সেই আলোতে উৎসবমুখর বাঙালি আবার পুজোর ছুটির আমেজে শেষবারের মতো উষ্ণতা উপভোগ করে। অবশ্য সকলে তো রামপ্রসাদ বা বামাখ্যাপা কিংবা রামকৃষ্ণ নন, তাই মা কালীর আলো আলোতেই মিলিয়ে যায়, আমোদের পথে বিস্তার লাভ করেনা। সেখানে দেবীদুর্গার মা দুর্গা হয়ে ওঠাটা ছিল স্বাভাবিক। ছোটবেলায় সেই মায়ের পুজোর সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল। তখনও পুজো উৎসবে মিলিয়ে যায়নি, আর পুজো ছিল পূজা। ভক্তির রঙ চড়িয়ে পল্লির মানুষের কাছে তাই ছিল ভগবতী পূজা। সেখানে ভগবতীর নামটি শুনে শিবকে ভগবান ভাবার মতো ভাবনাও যুক্তি খুঁজে পায়নি। তখনও বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস ও ভালোবাসার জগতে শ্রদ্ধাবোধের অভাব ছিল না। প্রতিমার সামনে রূপ ঐশ্বর্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হত, পেছনের বাঁশ-কাঠ-খড়ের না-ঢাকা পিছনের দেহাংশের দিক থেকে চোখআপনাতেই সরে আসত। পুজোর আগমন তখনও আবির্ভাব, এখনও সমান সচল। অবশ্য এখনকার মতো বিসর্জনের পর থেকে দিনগোনার বাতিক ছিল না। অথচ তা নিয়ে উত্তেজনার অভাব দেখিনি। হ্যাজাকের আলোতে ছুটেআসা পতঙ্গের মতো পল্লির মানুষ আনন্দে মুখর হয়ে উঠত। পুজোর সেই জনসংযোগে আমার বাবা রোডসংলগ্ন নবগঠিত খুদ্র জনপদ চড়কডাঙা কলোনিতে বারো মাসে তেরো পার্বণ শুরু করেছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছিল। শৈশবের খেলাঘর ভেঙে আসার পর্ব তখনও শেষ হয়ে যায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই পুজোর উত্তেজনার চেয়ে প্রতিমার আকর্ষণ আমায় পেয়েবসেছিল।

গ্রামে তো আর কুমোরটুলি নেই। দুর্গার প্রতিমা গৃহস্থের বাড়িতেই তৈরি হয়। সেই প্রতিমা গড়ার দিন থেকেই আমার পুজোর আনন্দ ক্রমশ নিবিড় হতে শুরু করত। মৃৎশিল্পীর গড়ে তোলামূর্তি কীভাবে সালঙ্কারা প্রতিমা হয়ে ওঠে, তা শিশুমনে অপার বিস্ময় বয়ে আনত। তখন সেই শিল্পীকে মনে হত জাদুকর। অবশ্য শিল্পীমাত্রেরই জাদুশক্তি থাকে। সেদিক থেকে পল্লিবাংলার মৃৎশিল্পীরা বড়ই উপেক্ষিত মনে হয়। পেশাদারিত্বের বাইরে তাঁদের শৈল্পিকসত্তায় দেখার দৃষ্টি সেখানে অগভীর। অথচ কী গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁরা সেই প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয় থাকেন, তা আমি ছোটবেলা থেকেই লক্ষ করেছি। কাঠ-বাঁশ-খড় দিয়ে গড়ে তোলা দৈহিক কাঠামোর উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে ও ছাঁচ দিয়ে মুখমণ্ডলাদি বানিয়ে খড়িমাটির পালিশ না দেওয়া পর্যন্ত তার মনের ছবিটা স্পষ্টতা লাভ করে না। সেখানে সিংহের হা-মুখ থেকে ইঁদুরের উঠে দাঁড়ানো সবকিছুই বিস্ময়মাখানো। তারপর যখন রঙে রঙিন করে সাজপোশাক পরিয়ে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘামতেলে সজীব করার প্রয়াস চলত, তখন চোখের সম্মুখে মাদুর্গার দুর্গতিনাশিনীরূপটি দৈবিক অনুভূতি এনে দিত। সেই বিস্ময়বোধ পুজোর শিল্পায়নে আরও বিস্তার লাভ করে। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা থেকে পরিবেশরচনা সবেতেই শৈল্পিক প্রকাশ প্রতিযোগিতামুখর। যেখানে দেখনদারির বাৎসরিক আয়োজন চলে, সেখানে আড়ম্বরের আয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেব-দেবীর মুখ নায়ক- নায়িকার মতো করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু তাতে আর ভক্তির আন্তরিকতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। এজন্য কৃত্রিমভাবে অনেকদিন আগে থেকে পুজোর উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অবশেষে বিড়ম্বনায় শেষ হয়। মহালয়ার শব্দদানবের আমন্ত্রণেই তার সূচনা, ভাবা যায় ! সেখানে পুজোর বিনোদনী পাঠ বড় আন্তরিক হয়ে ওঠে। পুজোয় কী কী করব, কোথায় কোথায় যাব, কার কার সঙ্গে ঘুরব, তার কত আয়োজন, ফন্দি ফিকির !

পুজোর ছুটি মানেই সময় কাটানোর নানা আয়োজন। সেখানে পুজোয় পিকনিকের আয়োজন থেকে ভ্রমণের প্রয়োজন সবই হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেখানে পুজোর আনন্দবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে ওঠে না বলেই তার আয়োজনে আমাদের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়াস। সেখানে ঢাকের তালে কোমর দুললেও মনের সাড়া মেলে না। অথচ মুখে ছোটে 'খুশিতে মন ভরে যায়'। অবশ্য মননের চর্চাতে বাঙালির বিস্তার সর্বত্রগামী। সেক্ষেত্রে শারদার সঙ্গে সারদাকে মিলিয়ে দেওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। এই পুজোয় পত্র-পত্রিকার বিপুল আয়োজনে সেই মনের খোরাক কিছুটা হলেও আভিজাত্য লাভ করে। পুজোর প্রসাদের চেয়ে আত্মপ্রসাদলাভে অস্থির মনকে নির্মল আনন্দ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এইসব পত্রিকার আয়োজনের উন্মাদনাই বাঙালির বনেদি মনের পরিচয়বাহক। ফলে দুর্গাপুজো এখন শুধু শিল্পে আত্মগোপন করেনি, শিল্পী-সাহিত্যিককেও পুজোর নৈবেদ্যের আয়োজনে সামিল করেছে। পুজোর সেই পবিত্র আনন্দ হারিয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব নিঃস্ব হয়ে পড়েনি। তাই খুঁজে ফিরি শৈশবের স্মৃতিতীর্থে আর সেই নৈবেদ্যের আয়োজনে। অবসরের খোলা হাওয়ায় তার সৌরভ আমায় আমোদিত করে চলে অবিরত, অবারিত।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো- কানহো- বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ঋণ: জীবনসুরভি, ক্রিংটাওয়ার, হুচুকপাড়া

বনগাঁর ছয়ঘরিয়ার বেড়ালহাতি দুর্গা

অরিন্দম ঘোষ

কিছু কিছু বনেদি বাড়ির পুজো,যারা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে,তারা এখনও থিম পুজোতে মেতে ওঠেনা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এইসমস্ত বনেদি বাড়ির পুজো ইতিহাসের পরম্পরাকে বহন করে চলেছে সার্থকভাবে। এমনই এক বনেদি বাড়ির পুজো ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বনগাঁর ছয়ঘরিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো, যদিও এই পুজো বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক রাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজো নামেই পরিচিত। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের অধিককাল ধরে চলে আসছে এই সাবেকী পুজো। ১৬৭০ সাল নাগাদ রাখালদাসের ঠাকুরদা গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিশেষ স্বপ্নাদেশে এই পুজোর সূচনা করেন।

ফলকহীন বিশাল দরজা পার হলে সুবিস্তৃত উঠান, দালানবাড়ি, শিব মন্দির ও দুর্গা মণ্ডপ। রাখালদাস জন্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের লোক হলেও প্রতি বছর পারিবারিক দুর্গা পূজার সময় তিনি এই বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন, হৈ হৈ করে কাটাতেন পরিবারের ও গ্রামের লোকজনদের সাথে।

রাখালদাসের ঠাকুরদা গৌরহরি একদিন স্বপ্নে এক অদ্ভুতদর্শন দেবীমূর্তি দেখতে পান, যে মূর্তির দশটি হাতের মধ্যে কেবল দুটি হাত বড় আর বাকি আটটি হাত বেড়ালের মত ছোট ছোট। স্বপ্নাদেশে পাওয়া মূর্তির আদলেই নির্মিত হয় দেবী মূর্তি এবং দেবীর নামকরণ করা হয় 'বেড়ালহাতি দুর্গা'।

পারিবারিক নিয়মানুসারে মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন প্রতিপদে দেবী চণ্ডীর ঘট বসানো হয়। পুজোর দিনগুলোতে এর সাথে চলতে থাকে চণ্ডীপাঠ। ষষ্ঠীর দিন বাড়ির জোড়া মন্দিরের নিচে বেলতলাতে দেবীর বোধন হয়ে থাকে। প্রথমা থেকেই শুরু হয় পুজো। একসময় সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত পশুবলি হত। পরে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে চিনি-গুড় সহযোগে নৈবেদ্যপ্রথা চালু হয়, যেটা এখনও চলে আসছে। পুজোর দিনগুলোতে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে সেইসময় একসাথে হাঁড়ি চড়ত, গ্রামের অনেক মানুষই এখানে তখন খাওয়া- দাওয়া করতে আসতেন, বর্তমানে এখন আর সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। শোনা যায় যে, রাখালদাস পুজোর দিনগুলোতে প্রতিদিন সেইসময় নিজ হাতে বস্ত্র বিতরণ করার পর তবে খেতেন। দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনেও বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে চমক লক্ষ্য করা যেত। বিসর্জনের আগে বাড়ির পুরুষরা দেবীকে বরণ করতেন, তারপর বাড়ীর মহিলারা। এরপর আকাশে একটি সন্ধ্যেতারা উঠলে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিমা নৌকাতে রেখে প্রথমে প্রতিমাকে সাত পাকে ঘোরানো হত, তারপর নৌকাদুটিকে ধীরে ধীরে দুদিকে সরিয়ে দেওয়া হত। প্রতিমা পড়ে যেত জলে। প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত উপস্থিত জনগণের কলরবে, 'আসছে বছর আবার হবে'।

এই পুজো ঘিরে লোকমুখে প্রচলিত আছে নানা অলৌকিক কাহিনী। কোনো এক বছর পুজোর আগে বন্যায় বনগাঁ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলে ভেসে যায়। ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন কিভাবে হবে একথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের লোকেরা। সকলে আলোচনা করে স্থির করেন যে শিব মন্দিরের উঁচু ঢিবিতে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা বোধন হবে। কিন্তু অলৌকিকভাবে ষষ্ঠীর আগে বোধনতলায় দুই-তিন হাত জল নেমে যাওয়ায় নির্দিষ্ট স্থানেই দেবীর বোধন সম্পন্ন হয়।

একসময় ব্যবহৃত শতাব্দীপ্রাচীন থালা-বাসনগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। পূজার্চনাতে এখনও ওই সাবেকী থালা-বাসনই ব্যবহৃত হয়। এখন সকলের ব্যস্ততার কারণে ও লোকের অভাবে পুজোয় জৌলুস অনেকটা কমে গিয়েছে। তবে সেই পুরোনো স্মৃতিকে সম্বল করেই পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটান পরিবারের বর্তমান সদস্যরা।

আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের অধিনায়কই দেশের প্রথম স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান

শান্তনু রায়

আজ মহা সপ্তমী। আগামীকাল মহাষ্টমী। প্রায় শতবর্ষ আগে ১৯২৫ এ মান্দালয় জেলে বন্দী সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যেই দুর্গাপুজো করেছিলেন এবং অষ্টমীর দিন বাসন্তীদেবীকে এক পত্রে জানাচ্ছেন-আজ মহাষ্টমী আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে জেলের মধ্যেও তিনি দেখা দিয়েছেন। সে ছিল আঠাশ বছরের তরুণ সুভাষচন্দ্রের মাতৃপুজার উদ্যোগ ও আয়োজন।

সে ঘটনার প্রায় দু'দশক পরে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের লক্ষ্যে তাঁরই আর এক স্বপ্ন সফল হয়েছিল আজকের তারিখেই — ২১শে অক্টোবর-এ। আশি বছর আগে এই দিনেই সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের প্রথম স্বাধীন সরকার-অস্থায়ী ও প্রবাসে হলেও, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সেদিন সেখানকার ক্যাথে বিল্ডিং-এ প্রায় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেন ভেঙ্গে পড়েছিল, দলে সাধারন মানুষ, প্রধানত ভারতীয়দের জমায়েতে — গান্ধিজীর এক বিশাল তৈলচিত্র শোভিত ও সর্বশীর্ষে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকায় সুসজ্জিত বিরাট মঞ্চে ঠিক সকাল সাড়ে দশটায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পোষাক পরিহিত সুভাষচন্দ্র নিজের হৃদয়ের আবেগ সংযত করে উপস্থিত সেই আনন্দ আবেগে উদ্বেল জনতার সামনে স্বাধীন সরকার স্থাপনের ঘোষণাপত্র পাঠ করে স্পষ্টত জানিয়ে দিলেন: সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার ও ধর্মগত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি... সমস্ত ভারতবাসীকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র ধারণের আহ্বান জানাচ্ছি... চরম আত্মত্যাগের জন্য আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন সংগ্রাম আসন্ন জয় হিন্দ্!

স্বাধীন সরকারের নিজস্ব সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্মুখ সমরে সফল করবে তাঁর চিরলালিত স্বপ্ন-ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যা শুধু সময়ের অপেক্ষা, এই প্রতীতিতেই ছিল সে আহ্বান।

এরপর রাষ্ট্রনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতাজির শপথ গ্রহণের পর একে একে শপথ নিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন, এস এ আইয়ার, লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি। সরকারে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা মন্ত্রির সম-মর্যাদাসম্পন্ন সচিব আনন্দ মোহন সহায়-প্রধান উপদেষ্টা রাসবিহারী বসু ও দেবনাথ দাস-সহ অন্যান্য উপদেষ্টারা এবং আইনী পরামর্শদাতা এ এন সরকার।

দু'দিনের মাথায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই সরকার প্রথম স্বীকৃতি পেল জাপানের কাছ থেকে। জাপ প্রধানমন্ত্রি জেনারেল তোজোর 'ইয়োর এক্সেলেন্সি' সম্বোধনে অভিনন্দন বার্তায় এরপর একে একে জার্মানী ও ইতালী সহ বিশ্বের ন'টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করল এই আজাদ হিন্দ সরকার; সুদূর আয়াল্যাণ্ড থেকে এল ডি ভ্যালেরার অভিনন্দন বার্তা।

২২শে অক্টোবর ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা পার হতেই ইথার তরঙ্গে ভেসে এল সেই বলিষ্ঠ দৃপ্ত উচ্চারণ-আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করছি ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে।

রাত্রির নিঃস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ঘোষিত হল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সম্মুখ সমরের সেই নির্ভীক আহ্বান জেগে উঠল যেন দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া — বিস্ময়ে দেখল আবিশ্ব-এভাবেও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সম্ভব! সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতাযুদ্ধ যেন নতুন করে প্রণোদনা লাভ করল।

প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই প্রথম স্বাধীন সরকারের ছিল নিজস্ব ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা, যোগাযোগ ও বিচার ব্যবস্থা সম্মুখ সমরেও আই এন এ'র প্রাথমিকভাবে উল্লেযোগ্য সাফল্যে এদেশের স্বাধীনতার লড়াই এক অতুলনীয় উচ্চতার উন্নীত হয়েছিল। যা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর কাছে শ্লাঘার বিষয়। যদিও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীদের একাংশ সর্বতোভাবে সাড়া দিতে পারেনি তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বানে। বি ভি'র নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের ভাষায় ... কিন্তু সমগ্র সংগ্রামী দেশবাসীর মত আমরাও তাঁহাকে (সুভাষচন্দ্র) যথাযোগ্য সাহায্য দিতে পারি নাই। দেশ পিছাইয়া থাকিল বলিয়াই বিপ্লবের মাধ্যমে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আসিল না ।

বস্তুত ১৯৪১ সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এবং বার্লিন থেকে তাঁর বেতার ভাষনে প্রকাশ পেল বৈদেশিক সাহায্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা। ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ফরোয়ার্ড ব্লক সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। ১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ 'Fascist in India' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক ইংরাজী স্টেটসম্যান লিখল-' ...Nevertheless we all know that Bengal was the home of a small but convinced proéôéfascist party led by Mr. Subhas Chandra Bose.

It is the business of the Govt to round up the enemies of the country forthwith and put them to death. No quarter whatever should be given to them.....The penalty for traitors to India must be death–"

এই সম্পাদকীয় দেশের অগনিত সুভাষ-অনুগামীদের মধ্যে এক ত্রাসের সঞ্চার করল। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের ২১ শে জুন জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমন করে বসায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কাছে রাতারাতি 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হল। এর আগে পর্যন্ত তাঁরা বলে আসছিলেন এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 'এক পাইও নয় এক ভাইও নয়' হঠাত সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁদের প্রচন্ড আক্রোশ গিয়ে পড়ল নেতাজী অনুগামীদের উপর। বামপন্থী দাবিদার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা দেওয়ালে দেওয়ালে নেতাজী অনুগামীদের বিরুদ্ধে পোস্টার সেঁটে দিলেন 'shoot them'.।

এ রকম এক ভয়াবহ পরিস্তিতিতে অনুগামীদের মনে সাহস যোগাতে এগিয়ে এলেন দেশনেত্রী বিপ্লবী লীলা রায়-নেতাজি ও সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী। বলিষ্ঠ উচ্চারনে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন, জবাব দিয়েছিলেন বিনিদ্র রজনীতে রচিত শানিত লেখনীতে-We shall not stand it. ১৯৪২ এর ১৯শে মার্চ থেকে পর পর তিনদিনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধটি।

.ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ফরওয়ার্ড ব্লককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৪২ সালের এপ্রিলে অনিল রায় ও লীলা রায় গ্রেপ্তার হন। শোনা যায় ১৯৪৪এ আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে তখন নেতাজী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এই নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অনুগামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কিন্তু দূর্ভাগ্য তাঁরা দুজনেই তখন জেলে বন্দী।

অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির আকস্মিক ছন্দপতনে ও প্রাকৃতিক বিরূপতায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সফলতা স্থায়ী হলনা। এরপর নেতাজীর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যের সুযোগে লুণ্ঠিত হয়েছে আজাদ হিন্দ সরকারের বিপুল ধনসম্পদও।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাফল্য বিবিধ কারনে চূড়ান্ত বা স্থায়ী না হলেও সত্য যে এই সশস্ত্র লড়াইয়ের অভিঘাতে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি যে প্রকম্পিত হয়েছিল তা স্বীকৃত শত্রুপক্ষীয় নথিপত্রে-ব্যক্তিগত অভিমতেও। অধিকন্তু অতুলনীয় সাহসিক এই স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিঘাতে কেবলমাত্র এ উপমহাদেশে বিদেশি শাসনের অবসান ত্বরান্বিত হয়েছিল তা নয়, নতুন করে গভীরভাবে প্রাণিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছোটছোট দেশগুলির বিদেশি শাসন থেকে মুক্তিপিপাসু জনগণও। সাফল্যও পেয়েছিল অনেকাংশে। সামগ্রিকভাবে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে নবজাগরণের অনুঘটক হয়ে উঠেছিল এই অনন্য বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমের সাহসী নজির।

আর এই আজাদ হিন্দ ফৌজই হল 'শক হুনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যই সেদিন সমস্ত সন্দেহ অবিশ্বাস ভুলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল এই আজাদ হিন্দ ফৌজে। একজন মানুষ যে নিজ ধর্মাচরণ পালন করেও যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন তারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ। নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত ফৌজের সদস্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন -ইত্তমদ (বিশ্বাস), ইত্তেফাক (ঐক্য) এবং কুরবানি (আত্মত্যাগ)-এ। ফৌজের বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সুদৃঢ় করেছিল 'জয় হিন্দ' শব্দবন্ধ।

আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিবর্গ বা নিকটতম সহকর্মী নির্বাচনেও নেতাজির দূরদর্শিতা লক্ষ্যনীয়। তবে যুদ্ধ চলাকালীনও তিনি ব্যাঙ্ককে থাকলে গভীর রাতে রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন উপাসনায় কিন্তু প্রকাশ্যে ধার্মিকতা দেখানো পছন্দ করতেন না। একজন ধর্মপ্রান ব্যক্তি হয়েও কীভাবে কোনও ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়েও রাজনীতি করা বা প্রশাসন চালানো যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি। সাময়িক সুবিধা লাভের জন্যও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রন এর পক্ষপাতী ছিলেন না। যে কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলন সংযুক্ত করার গান্ধিজীর প্রচেষ্টার বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ভিন্ন মত ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের তীব্র বিরোধী তিনি বারবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকে দেশবাসীকে সতর্ক করে গেছেন দেশভাগের বিষময় ফল সম্বন্ধে।

নেতাজির সুচিন্তিত অভিমত ছিল পরাধীন ভারতবর্ষে বামপন্থা বলতে বোঝায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। এদেশের মেকী বামপন্থীদের আন্তর্জাতিকাবাদ তত্ত্বের মোড়কে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে রাতারাতি জনযুদ্ধের তকমা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষন-'ভারতবর্ষে আমরা এমন যুদ্ধে অনেক লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা বামপন্থী বলিয়া ভান করেন...। এইসব ছদ্ম বামপন্থীদের ফ্যাশান হইয়াছে ব্রিটিশ সরকারকে বিপ্লবী আখ্যা দেওয়া, যেহেতু ঐ সরকার নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী। কিন্তু নিজেদের সুবিধার্থে তাঁহারা বিস্মৃত হন যে-ব্রিটেনের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ। এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিপ্লবী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি সরকারের সহিত পবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে'। ইতিহাসের সাক্ষ্যে, দেশ দু'টির মাঝে তৎকালীন গভীর সখ্যতা মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তির পর স্তালিনের ভাষায়-has been cemented by the blood of the people. এবং এই চুক্তির বলেই হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্তালিনের রাশিয়া যৌথ আক্রমনে ভাগাভাগি করে নেয় পোল্যান্ড। তবু ভবী ভোলে না। আজও সেই ইতিহাস পুরুষের বিরুদ্ধে চলে অপপ্রচার, বিভিন্ন কৌশলে, ঠারেঠোরে, যাকে ক্ষুরধার মননে প্রতিহত করার কর্তব্যই হোক এই অশীতিতম বর্ষ উদযাপনের অঙ্গীকার।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

টিটাগড় ওয়াগানে মেট্রো কোচ তৈরির কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'মহুয়া মৈত্র গরিবদের ভোটে সাংসদ হয়ে বড় লোকদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছেন সংসদে।' মহুয়া মৈত্র বিতর্কে এবার মুখ খুললেন বেঙ্গালুরু দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ এবং বিজেপি জাতীয় যুবমোর্চার সভাপতি তেজস্বী সূর্য। তিনি বলেন, 'মহুয়া মৈত্র গরিবদের ভোটে সাংসদ হয়ে বড় লোকদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছেন সংসদে। এটা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। এই বিষয় নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলছে। এই দেশ আইন মেনে চলে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।'

শুক্রবার হিন্দমোটরে রেলের কোচ তৈরির কারখানা টিটাগড় ওয়াগানে মেট্রো কোচ তৈরির কাজের অগ্রগতি দেখেন তেজস্বী সূর্য। তখনই এই কথা বলেন তিনি। হিন্দমোটরের কারখানা পরিদর্শন করে জানান, বেঙ্গালুরুর যানজট এড়াতে মেট্রো ভরসা। সেই মেট্রোর কোচ তৈরি হচ্ছে হিন্দমোটের কারখানায়। কাজের অগ্রগতি দেখতে তিনি শুক্রবার কারখানা ঘুরে দেখেন। দ্রুত যাতে মেট্রো কোচ তৈরি করে দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রসঙ্গত, মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর অভিযোগ, দুবাইয়ের ব্যবসায়ী হীরানন্দনির কাছ থেকে অর্থ ও উপহারের বিনিময়ে মহুয়া লোকসভায় আদানি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জুড়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন। সেক্ষেত্রে মহুয়ার সংসদ পদ খারিজেরও আবেদন জানান তিনি।

আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদ্রাই মহুয়ার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলে সিবিআই প্রধানকে চিঠি দিয়েছেন। মহুয়ার বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে লোকসভার এথিক্স কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লা।

ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন পানিশালা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। যদিও গ্রামে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য এবং নেশার প্রতিবাদ করায় এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান পরিবারের সদস্যদের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত শীত গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা এলাকার দীপনগর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা মীর মোস্তাকের বাড়িতে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। মীর মোস্তাকের দাবি, তিনি রাতে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকাই একদল দুষ্কৃতী ঘরে ঢুকে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা তাঁর হাত-পা বেঁধে তাঁকে মারধর শুরু করে। এরপর তাঁর ২ শিশু সন্তান ও স্ত্রীর গলায় ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ধরে টাকাপয়সা ও গয়না চায়। ঘর থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা এবং আড়াই ভরি সোনার গয়না লুঠ করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রায় ১৪-১৫ জন দুষ্কৃতী এই ঘটনায় সামিল হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে।

অন্যদিকে, মোস্তাকের দাদা মীর কামাল আলির দাবি, গ্রামে আগে এধরনের ঘটনা ঘটেনি। গ্রামে নেশা সেবনকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। গত কদিন ধরে এসবের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কামাল। আর তারই জেরে প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে সকালে ঘটনার খবর জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ওই বাড়িতে ছুটে যান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। তিনি ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI — স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৪.১১.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,৭৬,০৫,০৬০.০০ টাকা ১৯.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া অনাদায়ের ফলে সংশ্লিষ্ট এ/সি এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স পুরুলিয়া কেমিক্যালস প্রা. লি. ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা - শ্রী রাজেশ কুমার লাঠ, ব্যক্তিগত জামিনদাতা - ১) শ্রী হরিশ কুমার লাঠ ২) শ্রী সতীশ লাঠ, প্রত্যেকের ঠিকানা** - দুর্গা গোপাল কমপ্লেক্স, ২৮৮, এন সি দাসগুপ্ত রোড, হোল্ডিং নং ১২, ২য় তল, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১ আদায় করা হবে **সিডিউল** - সংরক্ষিত মূল্য - **৭৫,৮৯,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা - **৭,৫৮,৯০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য - **১০,০০০.০০ টাকা।**

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট শ্রী রাজেশ কুমার লাঠ (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদার), শ্রীহরিশ কুমার লাঠ (ব্যক্তিগত জামিনদার) এবং শ্রী সতীশ লাঠ (ব্যক্তিগত জামিনদার) এর নামে পরিমাণ আনুমানিক ৪৫৪৭ বর্গফুট (২২২.২০ বর্গফুট দ্বিতীয় তলে এবং ৪৩২৪.৮০ বর্গফুট তৃতীয়তলে) এবং ৬২০০ বর্গফুট খোলা টেরেস অবস্থিত মৌজা- পুরুলিয়া,জেএল নং ২৯২/২, আরএস খতিয়ান নং ২৪২৪, আরএস প্লট নং ১০৮৪৭ এবং ১০৮৪৮ , পুর হোল্ডিং নং ১১, ওয়ার্ড ড় ১৯, মধ্য বাজার, পুরুলিয়া উল্লেখ্য বন্ধকদত্ত দলিল নং ০৫৬০৬-২০১০ সালের।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18563/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

দ্রষ্টব্য : সিকিউরিটাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন নং টিএসএ/১০/২০২৩ ডিআরটি ১ কলকাতা নিকট অমীমাংসিত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২১.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে জেলার সেরা কল্যাণী আইটিআই পার্ক লুমিনাস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে জেলার সেরা পুজোর স্বীকৃতি পেল কল্যাণী আইটিআই পার্ক লুমিনাস ক্লাব। শুক্রবার বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৩ সেরা দুর্গাপুজো, প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জায় জেলার সেরা পুজো উদ্যোক্তাদের নাম ঘোষণা করেন নদিয়ার জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ। এবারেও জেলার সেরা পুজোর স্বীকৃতি লাভ করে কল্যাণী লুমিনাস ক্লাবের দীর্ঘ উচ্চতার প্যান্ডেল।

বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৩ সেরা সেরা পুজো লুমিনাস ক্লাব ও আইটিআই মোড় ব্যবসায়ী সমিতি কল্যাণী মহকুমা, দিশারী সংঘ তেহট্ট মহকুমা, রানাঘাট ষষ্ঠীতলা পাড়া পল্লি পুজো সর্বজনীন দুর্গোৎসব ওয়েলফেয়ার সমিতি রানাঘাট মহকুমা, সেরা প্রতিমা পাত্র বাজার বারোয়ারি সদর মহকুমা, দেয়াড়াপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি পরিচালিত নবদ্বীপ কর্ম মন্দির সদর মহকুমা। রানাঘাট বীণাপাণি ক্লাব রানাঘাট মহকুমা, সেরা মণ্ডপ রথতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কল্যাণী মহকুমা, সাহাপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব তেহট্ট মহকুমা। রানাঘাট ব্রতীসংঘ রানাঘাট মহকুমা। সেরা সমাজ সচেতনতা রানাঘাট কোটপাড়া ইয়ংস ক্লাব রানাঘাট মহকুমা। ধর্মদা যুব সংঘ কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা। মুড়াগাছা মডার্ন ক্লাব কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬,
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর-বাহির সর্বমঙ্গলা শাখার জন্য নতুন প্রেমিসেস আহ্বান করছে। সংশ্লিষ্ট বাজারের নিকট উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ ভবনের একতলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক। আগ্রহী ভবন মালিক, যাদের নবনির্মিত ভবন/প্রেমিসেস রয়েছে তারা অব্যবহিতভাবে বা ৩ মাসের মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট হস্তান্তর করতে প্রস্তুত তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তাবের শর্তাদি এবং ভবনের পূর্ণ বিস্তারিত, লিজ দলিলের কপি, অনুমোদিত প্ল্যান, প্রস্তাবিত আর্থিক হার ইত্যাদি দাখিল করতে পারেন। ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে একটি বন্ধ খামে **রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর ঠিকানায় ৩০.১০.২০২৩ তারিখে** দাখিল করতে হবে। **রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর** বা নিকটতম শাখা : **কৃষ্ণপুর বা বর্ধমান** থেকে ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাদি সম্বলিত নথি সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও টেন্ডার বা সংশ্লিষ্ট সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

ক্রম নং	শাখার নাম	শাখার বিস্তারিত	এরিয়া
১.	বাহির সর্বমঙ্গলা	পিন-৭১৩১০১, ব্লক -১, জেলা- বর্ধমান	৮০০-১০০০ বর্গফুট

তারিখ : ২১.১০.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর
রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

इंडियन बैंक Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** দেবনারায়ণ শী এবং সিদ্ধার্থ শী **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সিদ্ধার্থ শী (ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত দেবনারায়ণ শী'র আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো. ভদ্রকালী, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব, ৭১২২৩২ **শ্রীমতি রীনা শী** (প্রয়াত দেবনারায়ণ শী'র আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো. ভদ্রকালী, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব, ৭১২২৩২ **শ্রী রাহুল শী** (প্রয়াত দেবনারায়ণ শী'র আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা প্রয়াত দেবনারায়ণ শী, ফ্ল্যাট নং ২০২, ৩য় তল, ঘোষ পাড়া লেন, পো. ভদ্রকালী, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব, ৭১২২৩২ **শাখা :** হিন্দমোটর	০৭.০৮.২০২৩ এবং ২০.১০.২০২৩	**১৩৬৭১৩৪/-** (তেরো লাখ সাতষট্টি হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা) টাকা ০৭.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি হারে ০৮.০৮.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫১৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি, ঢাকা এরিয়া ৪১২ বর্গফুট কমবেশি, ফ্ল্যাট নং ২০৩, তৃতীয় তলে উত্তর পশ্চিম দিকে জি-৩ তলা ভবনে হোল্ডিং নং ১১, ঘোষ পাড়া লেন মৌজা-ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, সি এস দাগ নং ২৯০৩, খতিয়ান নং ৬১৪, আরএস দাগ নং ২৯০৩/৫৭০৩, ২৯০৩/৫৭০৫, ২৯০৩/ ৫৭০১, এলআর দাগ নং ৫৩৮১, ৫৩৫৩, ৫৩৭৫, এলআর খতিয়ান নং ২০৮৯, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো-ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৪০৭-২০১৭ তারিখ ০১.০৬.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩৫২৩১ থেকে ৩৫২৫৯ অনুযায়ী দেবনারায়ণ শী এবং সিদ্ধার্থ শী এর নামে।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** রূপক ভট্টাচার্য এবং শুক্লা ভট্টাচার্য **ঋণগ্রহীতা :** শ্রী রূপক ভট্টাচার্য, পিতা শ্রী অনিল ভট্টাচার্য, চক্রবর্তীনগর, বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের নিকট), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ **শ্রীমতি শুক্লা ভট্টাচার্য,** স্বামী শ্রী রূপক ভট্টাচার্য, চক্রবর্তীনগর, বড়বেহেরা (পাম্প হাউসের নিকট), পো. কানাইপুর, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পব-৭১২২৪৬ **শাখা :** তারকেশ্বর	০৫.০৮.২০২৩ এবং ২০.১০.২০২৩	**১৫৭২৮১৯/-** (পনের লাখ বাহাত্তর হাজার আটশো উনিশ টাকা) টাকা ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি হারে ০১.০৮.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত এবং শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ১৫৪৩, এলআর দাগ নং ১৪৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫০৬, (পুরানো), ৪৩৫০ (নতুন) কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত-এডিএসআর - শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১০৮৫- ২০০৫ তারিখ ১৪.০২.২০০৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৫০ থেকে ২১৪৬৮ অনুযায়ী রূপক ভট্টাচার্যর নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে : রতন ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পূর্বে : প্রদীপ ভট্টাচার্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : প্রয়াত সুশঙ্ক বিমল দাস সমন্বিত।

তারিখ : ২১.১০.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ ছৌ নাচকে বাঁচাতে এগিয়ে এল হুগলির শিবাজি স্পোর্টিং

হুগলি: ছৌ নাচ বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক বললে কোনও ভাবেই অত্যুক্তি করা হবে না। তবে দুঃখজনক ঘটনা হল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে এই ছৌ-নাচ। আর এই ছৌ নাচকে বাংলার মাটি থেকে হারিয়ে যেতে দিতে নারাজ হুগলির ভদ্রকালি শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোক্তারা। কলকাতার বিগ বাজেটের পুজোর তুলনায় শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের এই পুজো আকারে ছোট হলেও, তাদের চিন্তাভাবনা যে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি তা বোঝা যাবে ২০২৩-এর পুজো মণ্ডপে পা রাখলেই। কারণ, বাঙালির আবেগ যার সঙ্গে জড়িয়ে সেই ছৌ নাচকেই তাঁরা তুলে ধরছেন এবারের থিম হিসেবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ জায়গা পেয়েছে বঙ্গের দুর্গোৎসব। আর এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে ছৌ নাচকে তাঁরা পৌঁছে দিতে চান বিশ্বের দরবারে। কারণ, এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু প্রান্তিক মানুষের রুজি রোজগার। এই শিল্প হারিয়ে গেলে সমস্যায় পড়বেন লাল মাটির প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের একটা বিরাট অংশ। তাঁরা যাতে ভবিষ্যতে বড় কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়েন, তাঁদেরকে নতুন করে বাঁচতে শেখাতে সবার আগে দরকার এই ছৌ নাচকে বিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়া।

এবারের পুজোয় পুজো উদ্যোক্তারা এমনই এক ভাবনাকে মাথায় রেখেই ছৌ নাচকে প্রাধান্য দিয়ে পুজো মণ্ডপ সাজিয়েছেন সঞ্জু মিস্ত্রি, গৌতম পাল ও কাশীনাথ মাহাতো। সঙ্গে শিল্পী তরুণ ঘোষ মাতৃমূর্তি রূপদান করেছেন থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। আলোকসজ্জাতে কেষ্ট সাহা ফুটিয়ে তুলেছেন লাল মাটির আবহ। এই পুজোর আরও একটা নজরকাড়া ব্যাপার হল মণ্ডপের মধ্যেই থাকছে লাইভ ছৌ নাচ দেখার সুযোগ সঙ্গে এলাকার সকলের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। যা সর্বজনীনের আবহকে কোথাও একটা দূরে সরিয়ে রেখে এই পুজোকে পৌঁছে দেয় ঘরের পুজোয়। যার আঁচ দর্শনার্থীরা পাবেন যে কোনওদিন পুজো মণ্ডপে পা রাখলেই। অষ্টমীর দিন এখানে সবার জন্যই থাকে এলাহি খাওয়া দাওয়ার আয়োজন।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship Beyond Banking

বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩১.০৭.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুমিতা ভৌমিক এবং মিন্ময় ভৌমিক** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৪৪,০৮১.৮৬ টাকা ৮.৩০ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ সহ (এ/সি নং ৪০৭৩৭৫১১০০০০১৩৬) (সতের লাখ চুয়াল্লিশ হাজার একাশি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৯ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** -এর নিকট বকেয়া **১৭,৪৪,০৮১.৮৬ টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এফ১, দ্বিতীয় তল, ৩ তলা আরসিসি গঠন নির্মাণ বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৪ নিউ কলোনি সোদপুর, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, এলওপি নং ২এ, আরএস দাগ নং ৬৬৩ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২, পুর হোল্ডিং নং ১১৪, থানা- খড়দা, পানিহাটি পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১২, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১০। **জমির পরিমাণ :** ৮৫০ বর্গফুট (এসবিইউএ) ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং ড্রইং, ১ টয়লেট সমন্বিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এল ও পি নং ৪/এইচ/ও মানিক দে, দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : এলওপি নং ২বি/এইচ/ও এম ব্যানার্জি, পশ্চিমে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা, **দক্ষিণে :** খোলা, **পূর্বে :** খোলা, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং সাধারণ করিডর সমন্বিত।

তারিখ : ১৯.১০.২০২৩
স্থান : কৈখালি
স্বা/- চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উত্তরপাড়ার ভট্টাচার্য বাড়ির লাল দুর্গার ৫২৩ বছরে পদার্পণ

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা ওলাবিবিতলায় ভট্টাচার্য বাড়ির লাল দুর্গা এবার ৫২৩ বছরে পড়ল। এই লাল দুর্গা তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। জানা যায়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই লাল দুর্গা খুব সম্ভবত তিন জায়গাতেই আছে। ভট্টাচার্য বাড়িতে এসে কথা বলে জানা গেল আজ থেকে অনেক কাল আগের কথা। ভট্টাচার্যরা আগে বাংলাদেশে থাকতেন ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামে। ভট্টাচার্য ভাইরা জানালেন সে অনেক কাল আগেকার কথা, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছি সেই সময় কনৌজের পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রামে এসেছিলেন সেই সময় বল্লাল সেন তাঁদের জমিদারি দিয়েছিলেন। একদিন সবাই যখন খেতে বসেছিলেন সেই সময় এক মহিলা খাবার পরিবেশন করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ঘোমটা সরে যায়। এক ঝলক দেখা গিয়েছিল তাঁর মুখের বর্ণ লাল। তারপরে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। সেই রাতে মা দুর্গা স্বপ্ন দেখান তাঁদের মা দুর্গার রঙ হবে লাল বর্ণ অর্থাৎ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সেই থেকে লাল দুর্গা বলে মা এখানে পূজিত হন।'

আরও জানা যায়, অনেক কাল আগে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী কাশী যাত্রা করেছিলেন সেই সময় স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিলেন। পথের মধ্যে তাঁর স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সেই সময় হঠাৎ ময়ূর আসে। ময়ূর তাঁদের বলেছিল এই সন্তানকে আমি দেখছি আপনারা কাশী থেকে ঘুরে আসুন। তারপর তাঁরা কাশী রওনা হয়ে যায়। সেই ময়ূর সন্তানকে আগলে রাখেন সেই থেকে এই বংশ ময়ূরভট্ট বংশ।

ভট্টাচার্য ভাইয়েরা আরও বলেন, 'চার দিন ধরে মায়ের পুজো হয়। এখানে কোনও সন্ধিপূজা হয় না। সপ্তমীর রাতে অর্ধ রাত্রি পুজো হয় এখানে চালের গুঁড়ো দিয়ে পুতুলকে শত্রু বানিয়ে কচু পাতা বলি হয়। শুধু তাই নয়, মাকে মাছের ঝোল সহ সবরকম ভোগ দেওয়া হয়, তার মধ্যে তরকারি ও পায়েস থাকে।' এখানে আরেকটি বিশেষত্ব হল লক্ষ্মী, গণেশ মায়ের বাঁদিকে থাকে, এই ভট্টাচার্য বাড়ির লাল দুর্গা খুবই জাগ্রত জানালেন এই পরিবারের সদস্যরা।

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২

জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং আরসি/৯৪/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনাম শ্রী জয়দেব ঘোষ এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক **০১.০৮.২০২৩ তারিখের নির্দেশ** মোতাবেক নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে :-
"সংশ্লিষ্ট ৯৬.২১৮ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাণ, মৌজা- দলদলাই, জেএল নং ৬১৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২, ৪, ৫৩, ১৪৮, ১৫৫, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৪, ২০১, ২০২, ২০৯, ২১০, ২১০/১০৭৪, ২১০/১০৭৫, ২১০/১০৭৬, ২১০/১০৭৭, ২১০/১০৭৮, ২১০/১০৭৯, ২১০/১০৮০, ২১০/১১৭২, ২২১, ২২৪, ৩৮৭, ৩৯২, ৪৫৫, ৬৮৭, ৬৮৯, ৬৯০, ৭০৭, ৭০৮, ৭১২, ৮২২, ৯৪২, ৯৫৯, ৯৬৬, ৯৯১ এবং ১০০২ আরএস খতিয়ান নং ৩৫, ৪১, ৫৭, ৬৯, ৭২, ১১৪, ১৩৪, ১৩৮, ১৫৫ এলআর খতিয়ান নং ৩৬, ২৬৭, ২৬৮, ৩৪৫, ৩৪৬ এবং ৪৪৯ পো. গোপালশোল, থানা - গড়বেতা, এডিএসআর গড়বেতা, পরগনা শ্যামনগর গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১২৭, আরও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত দলিল নং ৫১৫৮-২০০৮ সালের এবং ৩৭৬৩-২০১০ সালের" অনুযায়ী সমুদয় জমি বিক্রয় করা হবে।
সাধারণ নিলামের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**", ভিত্তিতে ই-নিলাম মাধ্যমে ট্রাইবুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। আগ্রহী ক্রেতাগণকে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা হিসেবে দাখিল করতে হবে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে অথবা নেট ব্যাঙ্কিং মাধ্যমে সার্টিফিকেট হোল্ডিং ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে। সফল ডাকদাতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ সমন্বিত হবে ই-নিলাম প্রতিবেদন পাওয়ার পর অন্যান্যদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার অব্যবহিত পরবর্তীতে বায়না জমা সমন্বিতভাবে ২৫ শতাংশ দাখিল করতে হবে পরবর্তী কাজের দিন বিকেল ৪টার মধ্যে, পরবর্তী কাজের দিন ছুটি থাকলে বা রবিবার হলে পরবর্তী প্রথম কাজের দিনে দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ক্রেতাকে বিক্রয় প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাঙ্ক দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্যের কমে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না যা **১৯,৭০,০০০ (উনিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা) এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ বিক্রয়ের বর্ধিত মূল্য।** অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত কর্তৃক ২২.০৯.২০২৩ তারিখে ঘোষিত বিক্রয় ঘোষণা মোতাবেক।
এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন নিলামে (ই-নিলাম) বিক্রয় করা হবে **০৮.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ৩টা থেকে বেলা ৪টার মধ্যে ৩** মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **ওয়েবসাইট-http://drt.auctiontiger.net** মাধ্যমে। সম্ভাব্য ডাকদাতাকে - **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় নোটিশ সংগ্রহ করতে হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে **০৬.১২.২০২৩** তারিখের মধ্যে বায়না জমা ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের আকারে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে দাখিল করতে হবে টেন্ডারের সঙ্গে।
যাহোক নিম্নস্বাক্ষরকারী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার সময়ে কোনও ত্রুটির জন্য দায়ী হবেন না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি রেজিস্টার্ড পার্টিসিপেন্টস/আগ্রহী ক্রেতার নিকট পাঠানো হবে পরবর্তী নির্দেশ সহ ই-নিলাম প্রক্রিয়ার সুবিধা প্রদানকারী কোম্পানি কর্তৃক, যদি কিছু থাকে, অনলাইনে লগ ইন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত **E-procurement Technologies Ltd**. মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেল- **support@auctiontiger.net** ।
আগ্রহী ডাকদাতারা ওয়েবসাইট দেখতে পারেন ই-নিলামের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য **http://drt.auctiontiger.net** পর্যবেক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে হবে **শ্রী সন্তোষ মাহাতো, মাননীয় রিসিভার মোবাইল নং ৯৩৩১৯৬৯৯০১।**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭.০৯.২০২৩
স্বা/-
(এস. বিশ্বাস)
রিকভারি অফিসার

SBI — স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ০৮.১১.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭,৯৬,৩৬৫ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) (সি.সি.) এবং ৫২,২৫,৩৯৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা) (এস.এল.সি.) = ১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা (এগারো কোটি একুশ হাজার সাতশো উনষাট টাকা)** ০৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ - ১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা** - ৩৫/১, পাণ্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা, উভয়ের ঠিকানা** - বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১, আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে।
সম্পত্তি নং ১ : সংরক্ষিত মূল্য **৬২,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৬,২০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১,০০,০০০.০০** টাকা।
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য **২১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **৫০,০০০.০০** টাকা।
সম্পত্তি নং ৩ : সংরক্ষিত মূল্য **১৮,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৮০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২৫,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ৭৫৫ বর্গফুট ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস নং ১, "টোবাকো হাউস", ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৫৯৯, বিবেক খেমকা এবং অরবিন্দ খেমকা এর নামে।
সম্পত্তি নং ২ : অফিস স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট , ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠ তলে, প্রেমিসেস নং বাস্তালয় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং : ১-৬৫০৩ অনুযায়ী কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকার নামে।
সম্পত্তি নং ৩ : খালি জমি পরিমাণ ৪ কাঠা ৩ ছটাক, মৌজা অমরাসোতা,জেএল নং ১৮, আরএস খতিয়ান নং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৩০ এবং ৮২, আরএস দাগ নং ১১২৯, এলআর দাগ নং : ১৬১১, পো এবং থানা- রানিগঞ্জ, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩৫৮, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৬৯১ অনুযায়ী অরবিন্দ খেমকার নামে সমুদয় সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.১১.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19503/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ২১.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আসানসোলের কল্যাণপুর হাউসিং আদি দুর্গাপুজা।

আসানসোলের রবীন্দ্রনগর পল্লি উন্নয়ন সমিতির দুর্গাপুজো।

আসানসোলের কল্যাণপুর হাউসিং কে সেক্টরের দুর্গাপুজো।

আসানসোলের আপকার গার্ডেন দুর্গাপূজা কমিটির পুজো।

মালদায় অগ্নিকাণ্ডে সব ভস্মীভূত হয়েও জোরকদমে নয়া শুরু কর্মকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পঞ্চমীর রাতেই উদ্বোধনের কথা ছিল পুজা মণ্ডপের। কিন্তু তার আগেই অগ্নিকাণ্ডে সবকিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুজো কমিটির কর্মকর্তারা হতাশ হলেও ভেঙে পড়েননি। আবারও নতুন করে শুরু করেছেন পুজো প্যান্ডেল। হবিবপুর থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে রেডিমেড দুর্গা প্রতিমা। মালদার ইংরেজবাজার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রভবন সংলগ্ন এলাকার আমরা সবাই ক্লাবে এখন অসংখ্য শ্রমিক দিয়েই চলছে পুজো প্যান্ডেল তৈরির কাজ।

ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার রাতের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। ঘটনাস্থলে এসে তদারকি করে গিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর সুমলা আগরওয়াল প্রমূখ। প্রশাসনের কর্তা থেকে পাড়া-প্রতিবেশীরা পুজো উদ্যোক্তাদের মনোবল বাড়াতে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। আর তারপরেই রাত পেরিয়ে শুক্রবার মহাষষ্ঠীর সকাল থেকেই শুরু হয়েছে নতুন করে পুজোর প্রস্তুতি।

এদিকে পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে শট সার্কিট থেকে কোনও ভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে। যেহেতু তুলো, শোলা সহ বিভিন্ন শুষ্ক জাতীয় সামগ্রী ছিল। তাই আগুনের তীব্রতা দ্রুত ছড়িয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুজো মণ্ডপকে রক্ষা করা যায়নি। রবীন্দ্রভবন এলাকার আমরা সবাই পুজো কমিটির সম্পাদক বিপুল দাস বলেন, 'গত ১০ বছর ধরে সাধারণ

ভাবেই আমাদের দুর্গাপুজো হয়ে আসছিল। এই বছরই প্রথম প্রায় চার লাখ টাকা খরচ করে পুজোর থিম করা হয়েছিল 'স্বর্গ'। যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে শুরু করে নানান দেবদেবী তৈরি করা হয়েছিল। পুজো মণ্ডপে দেবী দুর্গার সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য দেবতারাও। তুলো সহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে আচমকা অগ্নিকাণ্ডে দেবী প্রতিমা সহ পুরো প্যান্ডেলটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরপরই ঘটপুজো নিয়েই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল আমাদের মধ্যে। কিন্তু পুলিশ, প্রশাসন, পুরসভা সকলের সহযোগিতা পেয়ে আবার নতুন করেই পুজো শুরু করছি।'

পুজো কমিটির সম্পাদক বিপুলবাবু আরও বলেন, 'শুক্রবার সকাল থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে প্যান্ডেলের। ষষ্ঠীর রাতের মধ্যেই পুজোর প্যান্ডেল সম্পূর্ণ করার জন্য অসংখ্য শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। অদ্ভুত ভাবে হবিবপুরের এক মৃৎশিল্পীর কাছে রেডিমেড বানানো দেবী দুর্গার খোঁজ পেয়ে গিয়েছি। সেই প্রতিমা এবারে পুজো মণ্ডপে বসানো হবে।'

সংশ্লিষ্ট এলাকার কাউন্সিলর তথা ইংরেজবাজার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগারওয়ালা বলেন, 'এই ক্লাবটি প্রতি বছরই খুব সুন্দরভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকে। হঠাৎ একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সব নয়ছয় হয়ে গিয়েছিল। আমরা চাই ওই ক্লাবে নতুন ভাবেই মূর্তি তুলে পুজো হোক। আর সেটাই সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কর্মকর্তারা করে দেখাচ্ছেন। আমরা তাঁদের সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছি।'

সোনামুখীর গ্রামে পুজো লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এ রাজ্যে অশুভ শক্তির দ্রুত বিনাশ ও শুভ শক্তির বিকাশের প্রার্থনায় আজ বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের পাঁচালে নিজের গ্রামের শিব মন্দিরে পুজো দিলেন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। পুজো শেষে তাঁর দাবি, 'এ রাজ্যে যে ভাবে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে একশো দিনের কাজ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক বেনিয়ম হয়েছে, তাতে বঞ্চিত হয়েছেন সাধারণ গরিব মানুষ। আবাস যোজনায় যাঁদের বাড়ি পাওয়ার কথা তাঁরা বাড়ি পাননি, অথচ যাঁদের পাওয়ার কথা নয় তাঁরা দু'টি তিনটি করে বাড়ি পেয়েছেন। আমরা চাই এই অশুভ শক্তির বিনাশ হোক এবং নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে ভাবে সারা দেশ এগিয়ে চলেছে সেই ভাবে এ রাজ্যেরও বিকাশ হোক।'

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, এবং যেমন অবস্থায় ভিত্তিতে **২২.১১.২০২৩** তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (নির্ধারিত ঋণদাতা) নিম্নোক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) শ্রী শুভঙ্কর দাস খ) বজ বজ শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৩ শতক এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত পরগনা-বালিয়া, তৌজি নং ৩৯৬, জেএল নং ৩৫, মৌজা- নিশ্চিন্তপুর, এলআর খতিয়ান নং ২২৫৩, আরএস ১৬০৬,এলআর দাগ নং ১৬৭৫ (শতক) এবং আরএস ১৬০৭, এলআর দাগ নং ১৬৭৬ (২ শতক), দক্ষিণ ২৪ পরগনা। জমির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরকারি ক্যানাল, দক্ষিণ : ক্ষুদিরামের জমি এবং ভবন, পূর্বে : হারাণ দাসের জমি, পশ্চিমে:সাধারণ সড়ক (দলিল নং : ১-১৭২-২০০৭ সালের)।	৫,৩৯,৩৩৮.৫১ টাকা (পাঁচ লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ টাকা এবং একান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ১৭,৮৭,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৯,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB21216559956 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ নভেম্বর, ২০২৩ (২২.১১.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি এলটিডি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২১.১০.২০২৩, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রবীণদের বাসে দুর্গা ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা কাঁকসা থানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে 'নমন' কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের বাসে করে দুর্গা ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তের ১৫ জন প্রবীণকে কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে খাওয়া দাওয়ার

ব্যবস্থা করার পর সেখান থেকে বাসে করে দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি নামকরা মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শন করানো হয় কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা রাজবাঁধ শিশুসদনের দুঃস্থ পড়ুয়াদেরও বাসে করে দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি পুজোর প্রতিমা দর্শন করার ব্যবস্থা করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসার প্রবীণ নাগরিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা প্রায় ৪বছর ধরে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছেন দুর্গাপুরে। অনেকেই আছেন বয়সের ভারে বা বাড়িতে কেউ না থাকার কারণে বাইরে বেরিয়ে ঠাকুর দেখতে যেতে পারতেন না। তাঁদের কথা ভেবে এগিয়ে আসে কাঁকসা থানা। গত কয়েক বছর ধরে কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে 'নমন' কর্মসূচির মাধ্যমে সেই সমস্ত প্রবীণদের তালিকা তৈরি করে সকলকে পুজোর পোশাক দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং বাসে করে দুর্গাপুরের বেশ কিছু নামকরা দুর্গাপুজো মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। কাঁকসা থানার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

গোঘাটের উন্মোচন সংঘের থিম জমিদার বাড়ির দালান

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: এ যেন এক জমিদার বাড়ি। এই মণ্ডপে আসলে মনে হবে যেন কোনও এক জমিদার বাড়ির দালানে প্রবেশ করেছেন। তবে এটা জমিদার বাড়ি নয়, জমিদার বাড়ির দালান বাড়ির আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ, যা দেখলে আপনার মনে হবে কোনও জমিদারের বাড়িতে এসে পৌঁছে গিয়েছেন। হুগলির গোঘাট উন্মোচন সংঘের পরিচালনায় এ বছরের থিম জমিদার বাড়ির দালান, আর সেই দালান বাড়ির মধ্যেই সেজে উঠেছে দশ হাতে দুগ্গা।

বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপূজা, আগমনীর আগমনে বাঙালির মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের জোয়ার বইছে সারা বাংলাজুড়ে। জমিদার বাড়ির সেই বড় বড় দরজা জানালা করি বর্গা সবই ফুটে উঠেছে এই মণ্ডপ জুড়ে। প্যান্ডেল নাকি আসল জমিদার বাড়ি তা চোখে দেখে বোঝার উপায় নেই। হ্যাঁ, ঠিক এমনই থিমের চমক দিয়েছে গোঘাটের উন্মোচন সংঘ। এ বছর তাদের পুজো ৫২তম বছরে পদার্পণ করল। তাই তাদের এবছরের থিম জমিদার বাড়ির দালান বাড়ি।

এই বিষয়ে ওই ক্লাবের সম্পাদক তপন বৈরাগী বলেন, 'আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বহু জমিদার বাড়ির পুজো হয়। তাই পুরনো সেই জমিদার বাড়ির দালান বাড়িকে তুলে ধরার জন্য এই থিম করা হয়েছে। আশা করি এলাকার মানুষের ভালো লাগছে।' অপরদিকে সভাপতি প্রণব গোস্বামী বলেন, 'জমিদার বাড়ির দালানের আদলেই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ এবং এর সঙ্গে মানানসই করে তৈরি হয়েছে দুর্গা প্রতিমা।' পাশাপাশি ওই ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ প্রশান্ত সেন বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এই বছরও দরিদ্র মানুষদের নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোকে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করা হয়।' সবমিলিয়ে গোঘাটের উন্মোচন সংঘের এই থিম ভাবনা ও তাদের সামাজিক কাজ প্রশংসনীয় বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

দুর্গোৎসবের সূচনা রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের মহারাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আমরুল লায়েন্স ক্লাবের পরিচালনায় আমরুল সর্বজনীন দুর্গোৎসবের শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলে তালসাগড়া শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের মহারাজ পূজ্যপাত স্বামী প্রকাশানন্দজি। এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য শুভ সূচনা হল শারদোৎসবের। এবছর তাদের এই পুজো ২৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। পাশাপাশি এই দিন দুঃস্থদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হল পুজো কমিটির পক্ষ থেকে। এমন অনেক অসহায় দুঃস্থ সাধারণ মানুষ রয়েছেন, যাঁদের পুজোতে নতুন বস্ত্র কেনার উপায় থাকে না সেই সমস্ত মানুষদের কথা চিন্তা করে পুজো কমিটির তরফে তাঁদের নতুন বস্ত্র প্রদান করা হল। পুজো কমিটির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ। এই পুজোকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র আমরুল এলাকা নয়, আশপাশের বেশ কয়েকটি এলাকার সাধারণ মানুষরা পুজোর কটা দিন আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: kalyaniindustrialstate@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **৫৭,৩৩,৯৬০.৩২ টাকা** ([সাতান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো ষাট টাকা বত্রিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = **৫২,১৮,৯৯৭.৬৫ টাকা + ৫,১৪,৯৬২.৬৭ টাকা**)] **১৮.১০.২০২০ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **মেসার্স নাথ উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী রজত নাথ,** বি-৭/৩৫(এস), সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫, নদীয়া, **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার- শ্রী রজত নাথ,** পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক-বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫, **জামিনদার- শ্রীমতী সুস্মিতা নাথ,** স্বামী-রজত নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন-৭৪১২৩৫- এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৪.১২.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট এর নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা (এইচবিএল)- শ্রী রজত নাথ,** পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক-বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন , ৭৪১২৩৫ **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স নাথ উদ্যোগ** **মেসার্স নাথ উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী রজত নাথ,** বি-৭/৩৫(এস), সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫, নদীয়া **স্বত্বাধিকারী / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারর / বন্ধকদাতা- শ্রী রজত নাথ,** পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক-বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন , ৭৪১২৩৫ **জামিনদার- শ্রীমতী সুস্মিতা নাথ** স্বামী-রজত নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন-৭৪১২৩৫ **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা**	জি-৪ বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নম্বর 'বি-জি' সমগ্র আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ৮০০ (আটশত) বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুট (দক্ষিণমুখী-পিছন দিকে) সুপার বিল্ট এলাকা, যার আছে তিনটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর এবং দুটি টয়লেট, সেইসঙ্গে রাস্তা, প্যাসেজ, গেট, সিঁড়ি ও লিফট পথের সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার এবং প্লট নং বি -৮/৬৭ সাব ব্লক নং বি-৮ ব্লক নং 'বি'-এর কল্যাণী টাউনশিপ, সাব ডিভিশন কল্যাণী, পোস্ট এবং থানা কল্যাণী অধীন, নদীয়া জেলায়, যা **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণ- বাড়ি নং বি-৮/৭৪, পূর্ব- বাড়ি নং বি-৮/৬৮, পশ্চিম বাড়ি নং বি-৮/৬৬ দ্বারা।	**৫৭,৩৩,৯৬০.৩২ টাকা** ([সাতান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো ষাট টাকা বত্রিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = **৫২,১৮,৯৯৭.৬৫ টাকা + ৫, ১৪,৯৬২.৬৭ টাকা**)] **১৮.১০.২০২০ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ২৫.৬৫ লক্ষ টাকা (*) (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) ২.৬০ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB11662032541 ঙ) ব্যাংকের কাছে পরিচিত নয় চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১৪.১২.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in
(৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ স্বত্বাধিকারী(গণ) / বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২০.১০.২০২৩, স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সম্প্রীতির অনন্য নজির কাঁকসার আনন্দপুর গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল কাঁকসার আনন্দপুর গ্রাম।

গ্রামের মানুষের আবেদনে সারা দিয়ে কাঁকসার আনন্দপুরে দুই সম্প্রদায় মিলে মহা ধুমধামে দুর্গাপুজোর আয়োজন করল এবছর। শুক্রবার দুপুরে সেই পুজোর সূচনা করেন কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ ও কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর সহ অন্যান্যরা।

কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, গ্রামে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের

বসবাস। সেই গ্রামে এতদিন কোনও পুজো হত না। গ্রামের মানুষরা স্থির করেন এবছর তাঁদের গ্রামে পুজোর আয়োজন করা হলে গ্রামের মানুষকে আর বাইরে যেতে হবে না। গ্রামের মানুষের সেই পরিকল্পনা শুনে এগিয়ে আসে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও।দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলে অর্থ সংগ্রহ করে এবছর থেকে মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করেছেন।

কাঁকসা প্রশাসনের সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একই সঙ্গে ফিতে কেটে দ্বার উদ্ঘাটনের পরেই প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর সূচনা করেন। গ্রামে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন হওয়ায় খুশি গ্রামের মানুষ। তাঁরা জানিয়েছেন, কাঁকসায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। একে অপরের উৎসবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এটাই কাঁকসার ঐতিহ্য, এখানে সম্প্রীতির একটা মেলবন্ধন রয়েছে। সেই মেলবন্ধন চিরকাল কাঁকসায় অটুট থাকবে।

বিরাট-বিতর্ক চলছে

ওয়াইড না দেওয়া নিয়ে লেগে গেল ভারত এবং বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশকে ৭ উইকেট হারিয়ে দিলেও লড়াই থামছে না। মাঠের লড়াই শেষ হলেও কথার লড়াই চলছে। আর সেই লড়াইয়ের মূল বিষয় বিরাট কোহলি ব্যাট করার সময় ওয়াইড না দেওয়া। ভারতীয় দলের ওপেনার শুভমন গিল প্রশ্ন তুলে দিলেন, ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াইড করার চেষ্টা করেছেন কি না বাংলাদেশের বোলার নাসুম আহমেদ। যা নাকচ করে দিলেন বাংলাদেশের নাজমুল হাসান শান্ত।

চার ম্যাচে ভারতের ৮ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সেখানে চার ম্যাচে পেয়েছে মাত্র ২ পয়েন্ট। একটি মাত্র ম্যাচ জিতেছে তারা। বৃহস্পতিবার ভারতের বিরুদ্ধে ২৫৬ রান করে বাংলাদেশ। সেই রান তাড়া করতে নেমে বিরাট শতরান করে ম্যাচ জেতান। কিন্তু শেষের দিকে বিরাটের শতরান করতে প্রয়োজন ছিল ৩ রান। ভারতের জয়ের জন্য দরকার ছিল ২ রান। এমন অবস্থায় নাসুমের বল লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু আম্পায়ার ওয়াইড দেননি।

এই ঘটনায় শুভমন অন্য প্রশ্ন তুললেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, তকী নিয়ে অবাক হব বুঝতে পারছি না। ওয়াইড না দেওয়া নিয়ে না কি ওয়াইড করার চেষ্টা নিয়ে। আমি জানি না ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াইড করার চেষ্টা হল কি না।দ যদিও শুভমনের সেই দাবি মানতে চাননি শান্ত। তিনি বলেন, তএমন কোনও পরিকল্পনা করা হয়নি। কোনও বোলার ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াইড বল করে না। আমরা সঠিক ভাবেই ম্যাচ খেলেছি। ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াইড করা হয়নি।

আইসিসি-র পুরনো নিয়ম অনুযায়ী, একটি বৈধ্য বল (নো বল এমন) যদি ব্যাটার যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানের থেকে দূরে করা হয় তাহলে বলটি ওয়াইডের নির্দেশ দেওয়া হবে। কিন্তু এই নিয়ম পাল্টে যায় ২০২২ সালের মার্চ মাসে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বোলার বল করার সময় ব্যাটার যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেখানের থেকে দূরে বল করলে ওয়াইড হবে। কিন্তু বোলার বল করে দেওয়ার পর ব্যাটার নিজের জায়গা সরে গেলে সেটা ওয়াইড হবে না। বল লেগ সাইডের বাইরে যাচ্ছে দেখে বিরাট ইচ্ছাকৃত ভাবে সরে গিয়েছিলেন। সেই কারণে ওয়াইড দেননি আম্পায়ার।

দীর্ঘ দিনের প্রথা ভাঙল ইডেন

বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন না সব সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেনে খেলা থাকলে সাধারণত সব সদস্য একটি করে টিকিট পান। কিন্তু বিশ্বকাপে সেটা পাওয়া যাবে না। সদস্যদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আগে গেলে আগে পাওয়া যাবে নিয়মে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে হবে। তার পর ইডেনে গিয়ে সদস্য কার্ড দেখিয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে সবাই টিকিট পাবেন না।

সিএবি-র তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী সিএবির সমস্ত সদস্যদের বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া হবে। কিন্তু সেই টিকিটের সংখ্যা সীমিত। ইডেনে মোট পাঁচটি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের টিকিট অনলাইনে বুক করতে হবে সিএবি-র সদস্যদের। সিএবি-র ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুক করতে হবে। সমস্ত সদস্যে ২১ অক্টোবর থেকে টিকিট বুক করতে পারবেন।

শনিবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টিকিট বুক করা যাবে। শনিবার পাওয়া যাবে বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস (২৮ অক্টোবর), বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান (৩১ অক্টোবর) এবং পাকিস্তান বনাম ইংল্যান্ড (১১ নভেম্বর) ম্যাচের টিকিট। সোমবার (২৩ অক্টোবর) সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ নভেম্বর) এবং সেমিফাইনাল (১৬ নভেম্বর) ম্যাচের টিকিট।

তবে শুধু অনলাইনে টিকিট বুক করলেই হবে না। সেই টিকিট আবার সংগ্রহ করতে হবে ইডেনে গিয়ে। স্টেডিয়ামের ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বর গেটে টিকিট দেওয়া হবে। সেখানে টিকিটের অনলাইনে বুক করার প্রমাণ এবং সদস্য কার্ড দেখাতে হবে। তবেই টিকিট পাওয়া যাবে।

ওয়ার্নার-মার্শ জুটিতে বিশ্বকাপে দ্বিতীয় জয় অস্ট্রেলিয়ার, হেরে প্রবল চাপে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম উইকেটেই যদি কোনও দল আড়াইশোর বেশি রান তুলে ফেলে, তা-ও আবার ৩৪ ওভারের মধ্যে, তা হলে সেই ম্যাচের আর কী পড়ে থাকে? ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন, সেই দল চারশো তুলবে এবং হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতবে। তবে শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়া সেই কাজ করতে পারল না। ম্যাচ তারা ৬২ রানে জিতল বটে। কিন্তু পরে ব্যাট করে পাকিস্তান যথেষ্ট লড়াই দিল। অস্ট্রেলিয়ার তোলা ৩৬৭-৯ রানের জবাবে পাকিস্তান থেমে গেল ৩০৫ রানে।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ছোট মাঠ। তার উপর পাটা উইকেট। বিশ্বকাপ তো দূর, আইপিএলেও এই ম্যাচে ঝুরি ঝুরি রান ওঠে। সেখানে টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নিলেন পাক অধিনায়ক বাবর আজম। আগে ব্যাট করে বিপক্ষের উপরে রানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াই যেত। এই সিদ্ধান্তই ব্যুমেরাং হয়ে গেল। খুশি মনেই আগে ব্যাট করতে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা। এবং শুরু থেকেই পাক বোলারদের শাসন করে ম্যাচ নিজেদের মুঠোয় নিয়ে নিলেন।

আইপিএলে নিয়মিত খেলার সুবাদে ভারতের প্রায় প্রতিটি মাঠ হাতের তালুর মতো চেনা ডেভিড ওয়ার্নারের। ফলে ব্যাটিং সহায়ক পিচের সুবিধা নিয়ে তিনি তাণ্ডব শুরু করলেন বাইশ গজে। কোনও পাক বোলারকে দাঁড়াতে দেননি। ১০ রানের মাথায় তাঁর লোপ্পা ক্যাচ ফেলেন উসামা মির। ওয়ার্নার থামলেন গিয়ে ১৬৩ রানে। মাঝে শতরানের পর আর একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। সেটাও ফেলে দেন পাকিস্তানের আবদুল্লাহ শফিক।

ওয়ার্নার তবু সুযোগ দিয়েছিলেন। উল্টো দিকে থাকা মিচেল মার্শ সেটাও দেননি। জন্মদিনে খেলতে নেমে শতরান করে গেলেন। এমন নজির খুব বেশি ক্রিকেটারের নেই। দুই ব্যাটারই হাসতে হাসতে শট খেলছিলেন। অনায়াসে পাক বোলারদের সীমানার বাইরে পাঠাচ্ছিলেন। ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০। অস্ট্রেলিয়ার স্কোরবোর্ডে রান উঠেই যাচ্ছিল। কিন্তু উইকেট একটাও পড়ছিল না।

পাকিস্তানকে বলা হচ্ছিল বিশ্বের সেরা পেস বোলিং আক্রমণ। সেই বোলিং যে কতটা ভঙ্গুর তা বোঝা গেল শুক্রবার। ভারতের বিরুদ্ধেও কেউ আহামরি কিছু করতে পারেননি। আর পাটা উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনার তাঁদের স্কুলছাত্রদের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন। হ্যারিস রউফ প্রথম ওভারেই দিলেন ২৪ রান। ৮ ওভারে তিনি দিলেন ৮৩ রান। তাঁকে লোকানোর জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হাসান আলি তবু ভাল। ৮ ওভারে দিলেন ৫৭। সবচেয়ে ভাল শাহিন আফ্রিদি। শুরু থেকেই খুব বেশি রান দেননি।

চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল হার্দিককে, রবিবারের ম্যাচে অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: হার্দিক পাণ্ড্যকে তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরু নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর চোট কতটা গুরুতর সেটা এখনও জানানো হয়নি। কিন্তু তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে ইংল্যান্ডের এক চিকিৎসক দেখবেন তাঁকে। রবিবার নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে হার্দিকের খেলা অনিশ্চিত।

ভারতের পরের ম্যাচ রবিবার। ধর্মশালাতে হবে সেই ম্যাচ। কিন্তু হার্দিক তত দিনে সুস্থ হতে পারবেন বলে মনে করছে না বোর্ড। লখনউয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। বোর্ডের এক কর্তা বলেন, তহার্দিককে বেঙ্গালুরু পাঠানো হয়েছে। এনসিএ-তে যোগ দেবেন তিনি। হার্দিকের গোড়ালি পরীক্ষা করে দেখা হবে সেখানে। ইংল্যান্ডের এক চিকিৎসক দেখবেন তাঁকে। পরের ম্যাচে হার্দিকের খেলা কঠিন।দ

বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নবম ওভারে বল করার সময় চোট পান হার্দিক। তাঁর বলে স্ট্রেট ড্রাইভ মারেন লিটন দাস। সেই বল পা দিয়ে আটকাতে যান হার্দিক। সেই সময় পড়ে যান তিনি। হার্দিকের পায়ের উপর তাঁর পুরো শরীরের ওজন পড়ে গিয়েছিল। তাতেই চোট লাগে ভারতীয় অলরাউন্ডারের। ওই ম্যাচে আর বল করতে পারেননি তিনি। সেই সময় ওভারের তিনটি বল বাকি ছিল। বিরাট কোহলি ওই তিনটি বল করেন।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, হার্দিককে স্ক্যান করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে সাজঘরে বসে থাকতে দেখা যায় হার্দিককে। বল করতে পারেননি তিনি। ব্যাট করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু শুক্রবার সকালেই হার্দিককে বেঙ্গালুরু নিয়ে যাওয়া হল।

মাছ খাওয়ার সাধ পূরণ হল না

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতকে হারাতে পারলে শাকিব আল হাসানদের সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে মাছ-ভাত খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেহর শিনওয়ারি। সমাজমাধ্যমে সে কথা জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ হেরে যাওয়ায় হতাশ তিনি। তবে সমাজমাধ্যমে শাকিবদের বার্তা দিতে ভোলেননি সেহর।

ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের আগে সমাজমাধ্যমে সেহরি লিখেছিলেন, ‘‘আমার বাঙালি বন্ধুদের বলছি, বাংলাদেশ যদি ভারতকে হারিয়ে দেয়, তা হলে আমি ঢাকায় যাব। সেখানে গিয়ে বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে মাছ খাব।’’ তাঁর সেই ইচ্ছায় বৃহস্পতিবার জল ঢেলে দিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। স্বভাবতই হতাশ পাকিস্তানের অভিনেত্রী। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের পর সেহরি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘‘বাংলার বাঘেরা দারুণ খেলেছ। তোমরা অন্তত ভারতকে তাদের মাটিতে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছ।’’ সঙ্গে দিয়েছেন হাততালি এবং হাসির ইমোজি।

বৃহস্পতিবার ভারত প্রায় একপেশে ম্যাচে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। চোটের জন্য খেলতে পারেননি অধিনায়ক শাকিব আল হাসান। বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেন নাজমুল হোসেন শান্ত। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ করে ৮ উইকেটে ২৫৬ রান। জবাবে ৪১.৩ ওভারে ভারত তোলে ৩ উইকেটে ২৬১ রান। ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন কোহলি।

অন্য পুরস্কার জাডেজার, ম্যাচের সেরার পুরস্কার ‘চুরি’ করে ক্ষমা চাওয়া কোহলিকে জবাব!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই পুরস্কার নিয়ে তিনি রবীন্দ্র জাডেজার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘‘জাড্ডু তোর কাছ থেকে ম্যাচের সেরার পুরস্কারটা চুরি করে নেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি।’’ ম্যাচের সেরা হওয়ার কথা ছিল জাডেজার, কিন্তু শতরান করে বিরাট সেই পুরস্কার ছিনিয়ে নেন। তবে জাডেজা অন্য পুরস্কার জিতে জবাব দিলেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফিল্ডারদের নেওয়া দু’টি ক্যাচ সমর্থকদের মনে থেকে গিয়েছে। ভারতের সাজঘরে এখন সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই পুরস্কার জিতলেন জাডেজা। হারিয়ে দিলেন লোকেশ রাহুলকে।

পুণেতে প্রথমে রাহুল ক্যাচ নেন মহম্মদ সিরাজের বলে। মেহিদি হাসান মিরাজের

উইকেট তুলে নেন তিনি। মেহিদির লেগ সাইডে বল করেছিলেন সিরাজ। সেই বলে ব্যাট ছোঁয়ান মেহিদি। বল যাচ্ছিল রাহুলের বাঁ দিকে। ডানহাতি রাহুল বাঁ দিকে ঝাঁপ দেন। অসাধারণ দক্ষতায় এক হাতে ধরে নেন সেই ক্যাচ। মনে হচ্ছিল তিনিই এই ম্যাচের সেরা ফিল্ডার হবেন। কিন্তু হিসাব ওলটপালট করে দেন জাডেজা।

মুশফিকুর রহিমের ক্যাচ ধরেন জাডেজা। যশপ্রীত বুমরার বল পয়েন্টের দিকে মেরেছিলেন মুশফিকুর। সেই বল ধরতে বাঁহাতি জাডেজা লাফ দেন ডান দিকে। তিনি যখন বলটি তালুবন্দি করেন, তখন তাঁর পুরো শরীর হাওয়ায় ভাসছে। সেই ক্যাচ নিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে সেরা ফিল্ডার হওয়ার দাবিদার বলে ঘোষণা করে দেন। মাঠ থেকেই ইঙ্গিত করেন গলায় পদক পরার। ভারতীয় দলের সাজঘরে এই বিশ্বকাপে একটি বিশেষ পুরস্কার চালু করা হয়েছে। সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার দেওয়া হয়। বিচার করেন ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। তিনি বাংলাদেশ ম্যাচের পর জাডেজাকেই সেরা বেছে নেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানে রাহুল বলেন, তআমার মনে হয় পুরস্কারটা আমারই পাওয়া উচিত। তবে আমি তো আগেও পেয়েছি তাই হয়তো অন্য কেউকে দেওয়া হবে।দ সাজঘরে দিলীপ বলেন, তবাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক জন সিংহের মতো খেলল। প্রচুর রান বাঁচাল, ডিরেক্ট থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে দিল। সেই সঙ্গে দুর্দান্ত ক্যাচ নিল। আমার মতে সেরা ফিল্ডার জাডেজা।দ রাহুল এবং কুলদীপ যাদবেরও প্রশংসা করেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত
জেজুর হরিপাল, হুগলী
দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং 801/JGP/2023, 802/JGP/2023, 803/JGP/2023
তারিখ ০৯/১০/২০২৩

অত্র জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে 15th FC Tied ও United তহবিল সহ Gray Water Management এর কাজের জন্য অনলাইনে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র জমার শেষ দিনঃ ৩০শে অক্টোবর, ২০২৩। বিশদ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট দেখুনঃ **https://wbtenders. gov.in**

প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টিআর-এএসটিই- কেডব্লু এই-২৩-২৪, তারিখ ১৯.১০.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে এএসটিই/কাটোয়া শাখার অধীনে ট্র্যাক রিনিউয়াল সংক্রান্ত কাজে সিগন্যালিংয়ের কাজ। শিডিউল-এ-টিএসআর (পি)-১৪.৮৮৬ টিকেএম, শিডিউল-বি-সিটিআর (পি)-১৮.৭৯০ টিকেএম, শিডিউল-সি-সিটিআর (পি)-৪.৫০০ টিকেএম; শিডিউল-ডি-টিআরআর (পি)-২.০ কেএম। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৫২,৩৫,৯৩৪.০২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,০৪,৭০০ টাকা। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ৩০.১০.২০২৩। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.১১.২০২৩, দুপুর ৩টা। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১০.২০২৩, বিকাল ৪.২৮ মিনিট।

(HWH-314/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএনজিজি-০৫/২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ঃ ১৮.১০.২০২৩ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪-পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজগুলি করার জন্য পূর্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদন করেছেন এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। **টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-১২/২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ঃ ক্যারেজ কমপ্লেক্সে টিআর-১,২,৩ ও ৪-এ নতুন শেড নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৪৪,২০,১৪৯.৬৯ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,২২,১০০ টাকা। **এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৫ মাস। ক্রঃ নং ২। **টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-১৩/২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি. ওয়ে/ডব্লুএস/কাঁচরাপাড়ার শাখায় অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ট্র্যাকের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২০,৪৫,৯৭৮ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪০,৯০০ টাকা। **এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্রঃ নং ৩। **টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-১৪/২৩-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধিক্ষেত্রে ৪টি টিউব ওয়েল স্থাপন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৫০,৮৭,৭৫০.০৫ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,০১,৮০০ টাকা। **এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য নেই। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য ০৮.১১.২০২৩-এ দুপুর ২.৩০ মিনিট। কাজের পরিধি নির্দেশকমাত্র। অবশ্য, ভারতীয় রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং ওয়েবসাইট (আইআরই পিএস), অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-এ বিশদ বিবরণ দেখা যাবে। **বিজ্ঞপনের সময়সীমা ঃ** এমন একটা সময় যখন টেন্ডার সম্পর্কিত সকল তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু অফার জমা করা যাবে না। **অফার জমার সময়সীমা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখের পনেরো দিন আগে, যখন থেকে টেন্ডারদাতারা তাঁদের অফার জমা করতে পারবেন। ০৮.১১.২০২৩-এ দুপুর ২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার কর্মী এবং নেট সংযোগের প্রাপ্যতাসাপেক্ষে একই দিনে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পর যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-168/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ভাবনায় শারদোৎসব

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

সময়টা উনিশ শতকের গোড়ার দিক। পর্তুগীজ নাগরিক হ্যান্সম্যান গুঅ্যান্টনি ফিরিঙ্গিণ্ণ মা দুর্গাকে নিয়ে গান বাঁধলেন ,

'জয় যোগেন্দ্র জায়া মহামায়া মহিমা অসীম তোমার, একবার দূর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে মা তোমায়, তুমি করো তায় ভব-সিন্ধু পার'...

শুধু কি তাই, তারপর ভক্তিভরে উপোস করে অঞ্জলি দিতেন তিনি। তাও প্রত্যেক বছর!

রবার্ট ক্লাইভ নিজে খ্রিস্টান ও মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী হয়েও ১৭৫৭ সালে নবনির্মিত ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজায় ১০১ টাকা দক্ষিণা ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে নবাবদের হারানোর পরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে চেয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। কিন্তু কলকাতা শহরের একমাত্র চার্চটি নবাবরা ধ্বংসকরে ফেলায় সেই পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্লাইভের ব্যক্তিগত সচিব নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোয় ক্লাইভকে আমন্ত্রণ জানান। সেদিন লর্ড ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এই উৎসবে যোগ দেন। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে পালিত এই দুর্গা পূজায় কোম্পানির ইংরেজ কর্মকর্তাদের আগমনে তা বিজয় উৎসবে পরিণত হয়।

কোম্পানির আরেক সাহেব তো দুর্গাপূজা করতেন নিজের টাকায়। অবাক করা কথা হলেও সত্য হান্টারের 'Anals of Rural Bengal' এর বিখ্যাত ম্যানুফ্যাকচারার জন চিপস সাহেব। বীরভূমের জনপ্রিয় 'শ্রীযুক্ত চিক বাহাদুর'। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি সুরুলে। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস ছিল সোনামুখীতে। রায়পুরের লর্ড সিংহদের বংশের শ্যাম কিশোর সিংহ ছিলেন চিপসের দেওয়ান।* কোম্পানির পাশাপাশি তিনি নিজেও ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু ভালো মত হচ্ছিল না ঝোপ বুঝে শ্যামকিশোর তখন চিপস কে দুর্গা পুজো করার পরামর্শ দিলেন। তিনি প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। সুরুলে কোম্পানির দেওয়া সাহেবের কুঠিতে ধুমধাম করে পূজা শুরু হলো। জানা যায়, এই পুজোতে চিপস সাহেবের খরচ হত আন্দাজ পঞ্চাশ টাকা। পুজোর আয়োজন, অর্থাৎ প্রতিমা, পুরোহিত ইত্যাদিতে পড়ত সতেরো টাকা। পুজো উপলক্ষে কাপড় পেত সারা গ্রামের মানুষ। আর অষ্টমীর দিন পংক্তিভোজন। গ্রামের সব মানুষের নেমন্তন্ন হত সাহেবের কুঠিতে। ১৮২৮ সাল অবধি, যতদিন সাহেব বেঁচে ছিলেন, একবারও বাদ যায়নি দুর্গাপুজো।

শরৎকালের দুর্গাপূজার একটি প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক হিউয়েন সাঙকে নিয়ে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কোনো এক সময়ে শরৎকালে গঙ্গাপথে চলেছিলেন এই চীনা পর্যটক। পথে পড়লেন দস্যুর কবলে। দস্যুরা তাকে দেবী দুর্গার সামনে বলি দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে চলল। বলির আয়োজন সারা। এমন সময় খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনের আঙিনায়। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব আয়োজন। দস্যুরা মাথা বাঁচাতে যে যেদিকে পারল দিল ছুট। সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে পালালেন হিউয়েন সাঙ। লোকে বলে অলক্ষ্যে মাদূর্গাই রক্ষা করেন হিউয়েন সাঙকে।

শুধু কি তাই, হুগলি জেলার বলাগড়ের পাটুলিতে আজও মঠবাড়ির পুজোয় দেখা যায় বৌদ্ধতন্ত্রাচারের বিবর্তিত রূপ। অতীতে পাটলিপুত্র ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। কোনও কোনও গবেষকের মতে তারই অনুকরণে বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে এই গ্রামে গড়ে উঠেছিল একটি বৌদ্ধমঠ। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলে বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবী হিন্দু লৌকিক দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই মঠবাড়িটি যে বৌদ্ধতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধনস্থল ছিল, তাঁদের আরাধ্য বৌদ্ধ দেবী পরবর্তী কালে দেবী দুর্গার সঙ্গে মিশে যান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মঠবাড়ির ঠাকুরদালানে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি রাখাছিল। তাই দুর্গাপুজোর পদ্ধতির মধ্যে বেশ কিছু তান্ত্রিক প্রভাব রয়ে গিয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যতই খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করুন না কেন, তিনি কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতি সম্পদকে 'হিন্দু' আখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করতে পারেননি। তিনি 'আশ্বিন মাস' নামক একটি কবিতায় মায়ের আগমনী বার্তা দিয়ে লিখলেন

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে
রত/এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের
পরে/মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে...

কেউ কেউ বলেন মধুসূদন দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি টান থেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই থেকেই তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। তবে আর এক দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেন, হিন্দুদের কূপমণ্ডুকতা, অন্ধ সংস্কার, পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে মুক্তচিন্তা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার জন্য তিনি খ্রিস্টান হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে বিদেশে গিয়ে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির ধর্মীয় উপাদানের ধর্মনিরপেক্ষ তাৎপর্য বেশি করে উপলব্ধি করেছেন এবং তার সে উপলব্ধি রূপ পেয়েছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে। তিনি কোনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করেননি, সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দুর্গোৎসব-স্মৃতি নিয়ে 'বিজয়া দশমী' কবিতায় লিখেছেন যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে/গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবেখ 'খ্রিস্টান' মাইকেলের মতো 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক। কট্টর পৌত্তলিকতাবিরোধী কবি সার্বভৌমের পক্ষেও পৌত্তলিক দুর্গোৎসবের সাংস্কৃতিক আনন্দ উপভোগে কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। শরৎকালের বাংলায় তিনি ঠিকই অনুভব করেন

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে/হেরো ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

পূজার দিনের ভোরবেলায় উৎসবের হাসি কোলাহল শুনতে পেয়ে নিজের নিরানন্দ ঘর ছেড়ে কাঙালিনী মেয়েটি ছিন্নমলিন বসন পরে ধনীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে ঐশ্বর্যরাশির মধ্যে এই অনাথ কাঙালিনী মেয়েটি তো মূর্তিমতী অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতি দূর না-করে যে দুর্গোৎসব প্রকৃত আনন্দময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না- রবীন্দ্রনাথ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি/জননীরা আয় তোরা সব/মাতৃহারা মা যদি না পায়/তবে আজ কিসের উৎসব!...

কিংবা 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় তিনি লিখলেন 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে/দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি, সংসার কাঁদায়ে'

'লোকসাহিত্য'-র অন্তর্ভুক্ত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি একটি বহু প্রচলিত ছড়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন '...আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যে বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।' কিংবা পূজার সাজের আনন্দে-বেদনায় কবি লিখেছেন -

'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি/পূজার সময় এল কাছে/মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই/আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে'।

মাতৃপূজার অনুষ্ঠান যদি মায়ের সন্তানদের প্রতি সক্রিয় স্নেহ-মমতারই উদ্বোধন না ঘটাতে পারে, তবে সে তো নিতান্তই জড় আনুষ্ঠানিকতা। এরকম আনুষ্ঠানিকতায় উৎসবের উত্তুঙ্গ মহিমার প্রকাশ ঘটে না, উৎসব নামটিই তার ব্যর্থ হয়ে যায়। মাতৃপূজার উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্যই তো কবি ডাক দেন-

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান/এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার/এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা/সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে-

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরকে গতানুগতিক অনুসন্ধান করতে চাননি। কবিগুরু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, উৎসবের দিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়। ১৯০৩ সালের ২২শে অক্টোবর বোলপুর থেকে কাদম্বিনী দেবীকে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন,

'সাকার নিরাকার একটা কথার কথামাত্র। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই। শুধু ঈশ্বর কেন আমরা প্রত্যেকেই সাকারও বটে নিরাকারও বটে। আমি এ সকল মতামত লইয়া বাদ-বিবাদ করিতে চাই না। তাহাকে রূপে এবং ভাবে, আকারে এবং নিরাকারে, কর্মে এবং প্রেমে সকল রকমেই ভজনা করিতে হইবে। আকার তো আমাদের রচনা নহে, আকার তো তাঁহার-ই।'

এরও দুবছর পরে ১৯১২ সালের ১৮ মার্চ আরেকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দেবীকে লেখেন,

'প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না।'...

শরৎ প্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয় কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে;ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই;ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

কবি শারদোৎসব সম্বন্ধে লিখছেন 'ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা চুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র হচ্ছে; 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।'

রবীন্দ্র সাহিত্যে দুর্গাপূজা খুবই স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কবিতায়, ছড়ায়, গল্পে, উপন্যাসে সর্বত্রই দূর্গা উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাওয়া যায়। 'দেনা পাওনা' গল্পে রামসুন্দর 'মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।' কিন্তু বাবার মন তো! দেখতে দেখতে পুজোর সময় এসে গেলে। রামসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না। 'আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন'।

১৯৩৫ সালে 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার পক্ষ থেকে পুজো সংখ্যায় লেখা দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে 'একশো টাকা বায়না' দেওয়া হয়। ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালের ২৯ আগস্ট শান্তিনিকেতন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন 'এখানকার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ-চেষ্টায় ছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমারও দুঃসময়। কিছু দিতে পারছিলুম না বলে মন নিতান্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এমন সময় দেশ ও আনন্দবাজারের দুই সম্পাদক পূজার সংখ্যার দুটি কবিতার জন্যে একশো টাকা বায়না দিয়ে যান, সেই টাকাটা বন্যার তহবিলে গিয়েছে। আগেকার মতো অনায়াসে লেখবার ক্ষমতা এখন নেই। সেইজন্যে 'বিস্ময়' কবিতাটি দিয়ে ওদের ঋণশোধ করব বলে স্থির করেছি'।...

'আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়/পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়/অন্তহীন/ডুবে গেছে কত মহাদেশ/নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ'...

বিজয়া দশমী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তা ও আগ্রহ কম ছিল না। বিজয়ার কোলাকুলির মতো আনন্দ-উৎসব থেকে সরিয়ে রাখাকেও তাই রবীন্দ্রনাথ মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। নিজের ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন

'শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ, আমি ব্রাহ্ম এবং আমাদের পরিবার ব্রাহ্মধর্মে প্রথম দীক্ষিত। অতএব আমি যে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী কোনো উপদেশ দিব এমন সন্দেহ মনে স্থান দিয়ো না। ...কিন্তু বিজয়ার দিনেই দেশের সকল লোভের সঙ্গে কোলাকুলি করিতে সঙ্কুচিত হওয়াকে সঙ্কীর্ণতা মনে করি এই দিনের শুভদিনত্ব বহুদিন ও বহুজনের অন্তর হইতে জাগ্রত হইয়াছে'।... এই সর্বজনীনতারই আরো সম্প্রসারণ ঘটে নজরুলের কবিতায়। মুসলমানত্বের কোনো রূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়েই নজরুল বাঙালিত্বকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করতে পেরেছিলেন। তাই বাঙালির দুর্গোৎসবে দেশের সংকটকালে দুর্গা দেবীকে কবি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানান- আর কতোকাল থাকবি, বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

নজরুলের এই কবিতা জন্য বাঙালির দুর্গোৎসবে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। দুর্গোৎসব শুধু গতানুগতিক ধর্মীয় উৎসব যে নয়, এর মধ্যে যে আছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও বিদ্রোহেরও উপাদান- নজরুল সে সত্যেরও উন্মোচন ঘটালেন।

একইভাবে দেশজননীর বীর সন্তানদের আত্মবলিদানকে নজরুল দশভুজা-আরাধনার অঙ্গরূপেই দেখেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনদানকে নজরুল স্মরণ করেছেন এভাবে-

রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি/'নুজ- দলনী জাগে কিনা-আছে চাহিয়া ভারত-ভূমি'!

আবার 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) কাব্যে 'যতীন দাস' কবিতায় একই সুর দেখতে পাই।

'মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো/জাগো এইবার, খড়্গ ধরো/দিয়েছি 'যতীনে' অঞ্জলি নব-/ভারতের আঁখি-ইন্দিবর।'

সে সত্যের প্রতি সব বাঙালির সক্রিয় দৃষ্টি সেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই তিনি লিখলেন আরেকটি অসাধারণ কবিতা-

এবার নবীন-মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন/নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন।

নবীন মন্ত্রে জননী দশভুজার উদ্বোধনের সংকল্প নিয়েছেন একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সংকল্প ব্যর্থ হয়নি তাঁর।

নজরুলের কাব্যে দুর্গা-ভাবনার প্রথম আবির্ভাব তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা'র (১৯২২) 'আগমনী' কবিতায়। ১৯২১ সালে রচিত এই কবিতায় কবি স্বদেশের বুকে রণরঙ্গিণী দশভুজার আবাহন করছেন-

'আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ/দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!'

আবার, 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতায় (১৯২২) কবি মাকে চাইছেন রণরঙ্গিণী রক্তাম্বর-ধারিণীরূপে। তাঁর প্রার্থনা-

'শ্বেত শতদলবাসিনী নয় আজ/রক্তাম্বরধারিণী মা/ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর/সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।'

'বিষের বাঁশি' (১৯২৪) কাব্যের 'জাগৃহি' কবিতায় মায়ের ভীমাভয়ঙ্কর রূপ সংবরণ করে মোহময়ী জননীরূপে দুর্গাকে দেখার বাসনা-

'জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী/আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি।'

নজরুলের গানে গানে দশভুজা দুর্গার বৈচিত্র্যময় উদ্ভাসন। দুর্গাকে অবলম্বন করে অসংখ্য ভক্তিগীতি ও আগমনী-বিজয়ার গান রচনা করেছেন তিনি; আজও যেগুলোর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। যেমন-

'জাগো যোগমায়া', 'মাটির প্রতিমা পূজিস', 'অসুর-বাড়ির ফেরত', 'ব্রাহ্মায়ী পরাৎপরা', 'জয় হর-পাবর্তী', 'ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে', ইত্যাদি।

দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক। তাই দুর্গাপূজার মানে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অপশক্তিকে নির্মূল করা। ত্রেতা যুগে রাবণ অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নজরুলের দৃষ্টিতে কলিযুগের রাবণ হচ্ছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ। নজরুলের ভাষায়-

দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ, দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ/বিশ হাতে করে লুণ্ঠন, তবু ভরে না ক' ওর ক্ষুধিত বুক ।

নজরুলের মা দুর্গা যে নিছক মৃন্ময়ী নন, তিনি মূর্তিমতী চিদ্ শক্তির আধার। তাই তিনি বললেন

'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়/তোর মৃন্ময়ী রূপ পূজেছি মা দুর্গা, তাই/দুর্গতি আর ঘুচল না হায়'.....

আবার বিজয়ার গানে কবি গাইলেন-

'আজও মরেনি অসুর, মরেনি দানব/ধরণীর বুকে করে তাণ্ডব/সংহার নাহি করি সে অসুরে কেন যাস বিজয়ায়?'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**